



رسائل توجيهية

জীবন নির্দেশিকা

باللغة البنغالية

জীবন নির্দেশিকা

সংকলন

জ্ঞান-গবেষণা বিভাগ

দারুণ অরাকাত আল-এলমিয়া প্রকাশনী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শামাউন আলী

সম্পাদনা

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

ও

শেখ মুহসীন আলী

دار الورقات العلمية للنشر والتوزيع، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القسم العلمي بالدار

رسائل توجيهية / . القسم العلمي بالدار، محمد
شمعون علي . - الرياض ، ١٤٢٥هـ

١٠٠ ص، ١٧ × ١٢ سم

(النص باللغة البنغالية)

ردمك: ١ - ٥ - ٩٥٤٩ - ٩٩٧٠

١- الأخلاق الإسلامية أ. علي، محمد شمعون (مترجم)

ب- العنوان

ديوي ٢١٢,٢

١٤٢٥/٣٢٧٦

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٣٢٧٦

ردمك: ١ - ٥ - ٩٥٤٩ - ٩٩٧٠

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٤ - ١٤٢٥ هـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ، أَمَّا بَعْدُ :

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। দরণ্ড ও সালাম বর্ষিত হোক সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত আদর্শ নেতা হয়রত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবাদের উপর।

আজ সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ঈমানী দুর্বলতা, আমলের ক্রটি ও গাফলতী। সুতরাং সকলের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের সঠিক শিক্ষা ও চেতনা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। কিন্তু অনেকে অজ্ঞতার জন্যে তাওহীদের নামে শির্ক, ইসলামের নামে কুফরী এবং সুন্নতের নামে বিদআত করছে। রিয়াদ শহরের শাফা এলাকায় অবস্থিত, ‘ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস’ বিভিন্ন ভাষায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ঈমান ও ইসলামের সঠিক তাৎপর্য মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের সামনে তুলে ধরার কাজ করছে। বাংলা ভাষায়ও ইতিমধ্যে বেশ কিছু বই-পুস্তক ও লিফলেট প্রকাশ করেছে এবং তা পাঠক মহলে ব্যপক সমাদৃত হয়েছে। এই বইটি আরবী কয়েকটি লিফলেট একত্রিত করে নামে সংকলিত বইটির অনুবাদ ‘জীবন নির্দেশিকা’ নামে প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন, ঈমান ও ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমীন ॥

সুচীপত্র

হিসাব দেয়ার পূর্বেই বিছের হিসাব করুন - ৫

- মুহাসাবার ব্যাপারে কতিপয় বাণী - ১০
- আত্মসমালোচনার প্রকারভেদ - ১৫
- আত্মসমালোচনা করতে সহায়ক কর্মকাণ্ড - ১৬
- আত্মসমালোচনা করার পদ্ধতি ও উপকারিতা - ১৯

অন্তরের ব্যাধি - ২৩

- সুস্থ অন্তরের আলামত - ২৬
- অন্তরের ব্যাধি সমূহ - ২৯
- এ রোগের চিকিৎসা - ৩৭

কিভাবে তাওবা করব ? - ৪২

- কেন তাওবা করব ? - ৪৫
- মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করা - ৪৯
- সত্যিকার তাওবার শর্তসমূহ - ৫৪
- তাওবা করুল হবার আলামত - ৫৮

নামায আদায়ের ছন্য চিঠি - ৬৪

- একটি মর্মান্তিক ঘটনা - ৬৪
- জামায়াত পরিত্যাগের কারণ কি ? - ৬৭
- নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব - ৭৩

আমাদের সময়কে কিভাবে কাছে লাগাব ? - ৮২

- সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব - ৮৩
- সময়ের ব্যাপারে একজন মুসলমানের কর্তব্য - ৮৬
- সময়ের ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের অবস্থান - ৯২
- কিভাবে সময়কে বিনিয়োগ করবো ? - ৯৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হিসাব দ্যোর পূর্বেই নিজের হিসাব করুন

প্রিয় মুসলিম ভাই !

আপনি কি কোন দিন একান্তে নিজের হিসাব করেছেন ? আজ কি কাজকর্ম করেছেন এবং কি কথাবার্তা বলেছেন ? আপনি কি কোন দিন আপনার গুনাহ ও নেকীর হিসাব করে দেখেছেন ? আপনি কোন দিন এমন কোন নেকীর কাজ করেছেন যার জন্য গর্ব করতে পারেন ? আপনি যদি দেখেন যে, এর অধিকাংশই লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকভায় পরিপূর্ণ, তাহলে আপনার পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচি�ৎ ! কেননা আপনার ঘাড়ে গুনাহ ও পাপের বোৰা চেপে আছে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا أَتَقُولُوا أَلَّا يَنْتَظِرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَتَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۝ ﴾ (সূরা হাশের)

“(১৮)হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রতেকেই ভেবে দেখ যে, আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত। (১৯)আর তোমরা তাদের মত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে আতঙ্গোলা করে দিয়েছেন”। (আল-হাশের)

ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଲେନ :

قال تعالى: ﴿ وَأَبْيَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تُنَصَّرُوْتَ ﴾ (المر) ٤

“ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ଦିକେ ଫିରେ ଆସୋ ଏବଂ ତାର
ନିକଟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ତୋମାଦେର ଉପର ଆୟାବ ଆସାର ପୂର୍ବେହି,
ଅତଃପର ତୋମାଦେରକେ ସାହାଯ୍ କରା ହବେ ନା” । (ଆଲ-ୟୁମାର : ୫୪)

ହ୍ୟରତ ଓମର ରାଦିଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲା ଆନନ୍ଦ ବଲେନ :

” حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا وَزِينُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُؤْزِنُوا ، وَإِنَّمَا
يَخْفُ الْحُسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَتَرَيَنُوا
لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعَرَّضُونَ لَا يَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ”

‘ତୋମରା ହିସାବ ଦେଯାର ପୂର୍ବେହି ନିଜେଦେର ହିସାବ କର । ତୋମରା
ନିଜେଦେର ପରିମାପ କର ତୋମାଦେର ପାପ-ପୃଣ୍ୟ ଓ ଜନେର ପୂର୍ବେହି ।
କେନନା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆୟ ନିଜେର ଅବସ୍ଥା ପରିମାପ କରେ ଦେଖିବେ
କିଯାମତ ଦିବସେର ହିସାବ ତାର ଜନ୍ୟ ସହଜ ହବେ । ଆର କିଯାମତ
ଆସାର ଆଗେଇ ସବକିଛୁ ଗୁଛିଯେ ନାଓ ! ସେଦିନ କୋନ କିଛୁଇ ଗୋପନ
ଥାକବେ ନା’ । (ତିରମିଯි, ମୁସାନ୍ନାଫେ ଆବୀ ଶାଇବାହ)

ହୀବାଦତ ଓ ଆଲ୍ଲାହ୍ ଭୀତି

ଆଲ୍ଲାହ୍ ତାର ଅନୁଗତ୍ୟକାରୀ ବାନ୍ଦାଦେର ପ୍ରଶଂସା କରେ ବଲେଛେନ :

” إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ حَشِيدَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿ ٦٧ ﴾ وَالَّذِينَ هُم بِعَائِتٍ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٦٨ ﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ وَالَّذِينَ

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِيلُونَ ﴿٢﴾ (المونون)

“(৫৭)নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত (৫৮)আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে (৫৯)এবং যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০)তারা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৬১)তারাই দ্রুত কল্যাণকরকাজ সম্পাদন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী” (সূরা আল-ম’মিনুন)

হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহা বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ; এআয়াতের আলোকে যারা মদ পান করে, জিনা-ব্যাভিচার ও চুরি করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে, তখন তিনি ﷺ বলেন : “না, হে সিদ্দিকের কন্যা ! বরং যারা রোধা রাখে, নামায পড়ে, দান-সাদকাহ করে, তারপরও ভয় করে যে, হয়তোবা তাদের আমল করুল নাও হতে পারে । আর এজন্যেই তারা দ্রুততার সাথে বেসী বেসী কল্যাণ কাজ করতে থাকে” ।(তিরমিয়ী, ইবনে মাজা, আহমাদ)

হে মুসলিম ভাই !

সম্মানিত সালফে সালেহীনগণ এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতেন । আর যেকোন ধরনের ক্রটি-বিচুতির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং এই ভেবে ভয়ে ভীত থাকতেন যে, হয়তোবা তাদের আমল আল্লাহর নিকট করুল হবে না ।

হ্যরত আর বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহ্বা ধরে বলতেন এই

আমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি অনেক কান্নাকাটি করতেন এবং বলতেন, তোমরা কান্নাকাটি কর। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান কর। তিনি বলতেন, যদি আমাকে কোন গাছ হিসেবে সৃষ্টি করা হতো আর তা কেটে ফেলা হতো, তাহলে কতইনা ভাল হতো।

হ্যরত উমর (রাঃ) সূরা তুর পড়ার সময় যখন এ আয়াতে গিয়ে পৌছতেন “নিশ্চয় আপনার প্রভুর আযাব অবশ্যভাবী।” (তুর ৪ ৭) তখন তিনি খুবই কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন, যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন, লোকজন তাঁকে দেখতে আসতো। তিনি রাতে কুরআন পড়ার সময় খুব কাঁদতেন, যার ফলে দুই গালে কাল দাগ পড়ে যেতো।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার দ্বারা বড় বড় শহর বিজিত হয়েছে,, অনেক দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়েছে এবং আপনি ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছেন (এরপরও এত চিন্তা কিসের?) তখন হ্যরত উমর (রাঃ) বলেন : আমি যদি কোনভাবেও মুক্তি পাই সেটাই কামনা করি। আমার যেন কোন নেকীও না থাকে এবং গুনাহও না থাকে।

হ্যরত উসমান (রাঃ) কবরের পাশে দাঢ়ালে ভীষণ কান্নাকাটি করতেন, যার ফলে তাঁর দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেত। তিনি বলতেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থান করছি, জানিনা আমার ব্যাপারে কোনটির নির্দেশ দেয়া হবে। এটা জানার পূর্বেই যদি

ଛାଇଭସ୍ମେ ପରିଣତ ହତାମ ତାହଲେଇ ଭାଲ ହତୋ !

ହୟରତ ଆଲୀ (ରାଃ) ଅନେକ କାନ୍ନାକାଟି କରତେନ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୟ କରତେନ ଆର ନିଜେର ଆମଲେର ହିସାବ କଷତେନ । ତିନି ଦୁଟି ବିଷୟକେ ବେଶୀ ଭୟ କରତେନ (୧) ବେଶୀ ଆଶା-ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ଏବଂ (୨) କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ । ତିନି ବଲେନ : ବେଶୀ ଆଶା ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ପରକାଳକେ ଭୁଲିଯେ ଦେଯ ଏବଂ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ ହକ ପଥେ ଚଲତେ ବାଧାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଅନ୍ତଃକ୍ରମଣେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଚାଲିକା ଶକ୍ତି

ହୟରତ ନାଓୟାସ ଇବନେ ସାମ'ଆନ (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ନବୀ କରୀମ (ସଃ) ବଲେନ : ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ସହଜ ସରଲ ପଥେର ଉଦାହରଣ ପେଶ କରେଛେ । ସରଲ ପଥେର ଦୁଇ ପାଶେ ବେଡ଼ା ଦେଯା ରଯେଛେ । ଏତେ ଅନେକ ଖୋଲା ଦରଜା ରଯେଛେ । ଏହି ଖୋଲା ଦରଜାଗୁଲୋର ଉପର ପର୍ଦା ଟାଙ୍ଗାନୋ ଆଛେ । ରାନ୍ତାର ଉପର ଏକଜନ ଆହବାନକାରୀ ଡାକ ଦିଯେ ବଲଛେ : ହେ ଲୋକ ସକଳ ! ତୋମରା ସକଳେ ରାନ୍ତା ଦିଯେ ଚଲ କିନ୍ତୁ ଏଦିକ ସେଦିକ ଯେଯୋ ନା । ରାନ୍ତାର ଉପର ଆରୋ ଆହବାନକାରୀ ରଯେଛେ ତାରା ଏସବ ଦରଜାର କୋନଟି ଖୁଲତେ ଚାଇଲେ ବଲେ, କି ସର୍ବନାଶ ! ତୁମି ଓଟା ଖୋଲୋନା । ତୁମି ଯଦି ଓଟା ଖୁଲୋ ତାହଲେ ତାତେ ଢୁକେ ପଡ଼ିବେ । ସୁତରାଂ ପଥ ହଲ ଇମଲାମ । ପର୍ଦା ହଲ ଆଲ୍ଲାହର ଦେଯା ସୀମାରେଖା ଆର ଖୋଲା ଦରଜା ସମ୍ଭୁତ ହଲୋ, ହାରାମ ବନ୍ତୁ ସମ୍ଭୁତ ଏବଂ ଉପର ଥେକେ ଆହବାନକାରୀ ହଲୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନେର ଅନ୍ତଃକ୍ରମଣେ ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଉପଦେଶ ଦାତା । (ଆହମାଦ, ହାକେମ, ଶାୟଖ ଆଲବାନୀ

ହାଦୀସଟିକେ ସହିହ ବଲେ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ ।)

ହେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ! ଆପଣି କି ଆପନାର ଅନ୍ତରେ ଆଲ୍ଲାହର ଉପଦେଶ ଦାତାର ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦେବେନ ନା ? ଆଲ୍ଲାହର ଦେୟା ସୀମାରେଖା ଏବଂ ହାରାମେର ସଂରକ୍ଷଣ କରବେନ ନା ? ଆପନାର ଓ ଆଲ୍ଲାହର ଶକ୍ତି ଶୟତାନେର ଉପର ବିଜୟୀ ହବେନ ନା ? ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ବଲେନ : “ନିଶ୍ଚୟ ଶୟତାନ ତୋମାଦେର ଶକ୍ତି । ସୁତରାଂ ତୋମରା ତାକେ ଶକ୍ତି ହିସେବେଇ ଗଣ୍ୟ କର । ସେତୋ ଆହ୍ଵାନ କରେ ଯେନ ତୋମରା ତାର ଅନୁସାରୀ ହୁଏ । ” (ଫତିର : ୬)

ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ଇବନେ ମା'ଦାନ (ରାଃ) ବଲେନ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନ୍ଦାର ମୁଖମଭଲେ ଦୁ'ଟି ଚୋଥ ରଯେଛେ ଯା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁନିଆର ସରକିଛୁ ଦେଖେ ଥାକେ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣେ ଦୁଟି ଚୋଥ ରଯେଛେ ଯା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରକାଳେ ବିଷୟ ଦେଖେ ଥାକେ । ଆଲ୍ଲାହ ଯଦି କୋନ ବାନ୍ଦାର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଚାନ ତାହଲେ ତାର ଅନ୍ତରେର ଚୋଥ ଦୁ'ଟି ଖୁଲେ ଦେନ, ଯାର ଫଲେ ସେ ଆଲ୍ଲାହର ଓୟାଦାକୃତ ଗାୟେବେର ବିଷୟ ଦେଖିତେ ପାଯ । ଆର ଅନ୍ୟ କିଛୁ ଚାଇଲେ ତାକେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଛେଡେ ଦେନ । ଅତପର ତିନି ପାଠ କରେନ : “ତାଦେର ଅନ୍ତଃକରଣେର ଉପର କି ତାଲା ରଯେଛେ । ” (ମୁହାମ୍ମଦ : ୨୪)

ମୁହାସାବାର ବ୍ୟାପାରେ କତିପଯ ବାଣୀ

1. ହ୍ୟରତ ଉମର ଇବନୁଲ ଖାନ୍ତାବ (ରାଃ) ତାର କତିପଯ କର୍ମଚାରୀର ନିକଟ ଲିଖେନ : ତୁ ମି ତୋମାର ନାଫସକେ ସୁଖେର ସମୟ ହିସାବ କରୋ କଠିନ ସମୟେ ହିସାବ ଦେୟାର ପୂର୍ବେଇ । କେନନା କଠିନ ସମୟେ ହିସାବ ଦେୟାର ପୂର୍ବେଇ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖେର ସମୟ ନିଜେର ନାଫସେର ହିସାବ ନେବେ

তার বিষয়টি সন্তোষজনক হবে। আর যাকে তার জীবন ভুলিয়ে রাখবে এবং কামনা বাসনায় ব্যস্ত রাখবে তার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আফসোস ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে।

২. হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : একজন অবশ্যই তার নাফসের হিসাব নেয় এ বলে যে, তুমি কি করতে চাও? কি খেতে চাও? কি পান করতে চাও। আর পাপী সামনে এগিয়ে চলে, নিজের নাফসের কোন হিসাব নেয় না।

৩. হ্যরত কাতাদাহ মহান আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে বলেন :

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ (الكهف : ۲۸)

অর্থাৎ যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা।” (কাহাফ : ২৮) সে নিজের জীবনকে ধ্বংস করছে। নিজের মালামালের হেফাজত ভালভাবেই করছে কিন্তু নিজের জীবনকে ধ্বংস করেছে।

৪. হ্যরত হাসান বলেন : বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর রয়েছে যতক্ষণ তার মাঝে উপদেশ দাতা নফস রয়েছে এবং তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা করা।

৫. মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন : বান্দা ততক্ষণ মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যবসায়িক পার্টনার তার পার্টনারের যেভাবে হিসাব নেয় তার চেয়েও বেশী করে তার নাফসের মুহাসাবা করবে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, নাফস হচ্ছে খিয়ানতকারী

অংশীদার বা পার্টনারের মত। যদি তুমি তার সাথে হিসাব নিকাস না করো তাহলে সে তোমার সব মালই আত্মসাত করে ফেলবে।

৬. ইমাম আহমাদ ওহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আলে দাউদের হিকমতে লেখা ছিল : জ্ঞানবান ব্যক্তির উচিত যেন সে চারটি মুহূর্ত সম্পর্কে উদাসীন না থাকে। (১) তার প্রভুর সাথে একান্তে আহ্বানের সময়, (২) যে মুহূর্তে সে তার নিজের আত্মসমালোচনা করে, (৩) সে মুহূর্তে যখন সে তার ভাইদের সাথে বসে, যারা তার দোষকৃতি ধরিয়ে দেয় এবং (৪) যখন সে নিজের নাফস ও তার কামনা বাসনার বস্তুর সাথে একান্তে থাকে। কেননা এ মুহূর্তটি তাকে অন্যান্য মুহূর্ত সম্পর্কে সজাগ থাকতে সাহায্য করবে।

৭. হ্যরত আহনাফ বিন কায়স (রহঃ) চেরাগের উপর আঙ্গুল রেখে বলতেন, হে আহনাফ তুমি এখন মজা চাখ, উমুক দিন কি করেছিলে? উমুক দিন উমুক মুহূর্তে কি করেছিলে?

৮. হাসান বলেন : একজন মুমিন নিজের নফসের উপর পর্যবেক্ষণকারী, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজের হিসাব নেবে। কিয়ামতের দিন সেই সম্প্রদায়ের হিসাব সহজ হবে যারা দুনিয়াতে নিজদের হিসাব করেছিল। আর কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাব হবে যারা দুনিয়াতে হিসাবের ব্যাপারে কোন ঝঃক্ষেপই করেনি। একজন মুমিন কোন কিছু দেখে আকৃষ্ট হলে বলে আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে চাই, তুমিই আমার কামনা বাসনা। কিন্তু আল্লাহর শপথ!

তোমার নিকটতো আমি পৌছতে পারছিনা । তোমার ও আমার মাঝে বিরাট আড়াল রয়েছে । এরপর নিজের নাফসের দিকে লক্ষ্য করে বলে, কেন তুমি তা চাইছিলে? এর সাথে আমার সম্পর্ক কি? আল্লাহর শপথ! কক্ষণে আর এদিকে মুখ ফিরাবো না ।

মুমিনেরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে কুরআন পথিমধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ও তাদের ধর্মসের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে । একজন মুমিন প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়ায় একজন বন্দীর মত, যে তার বন্ধন খুলতে সচেষ্ট । সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ মনে করে না । সে ভালভাবেই জানে যে, তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবন শক্তি ও কথাবার্তা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে ।

৯. মালেক ইবনে দীনার বলেন : আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার উপর রহম করুন, যে তার নফসকে বলে, তুমি কি এটা করনি? তুমি কি ওটা করনি? এভাবে তাকে বকাবকি করে কুরআনের অনুসারী হতে বাধ্য করে । যার ফলে সে নাফসের চালকে পরিণত হয় ।

১০. ইবনে আবী মুলায়কা বলেন, আমি রাসূলের (সঃ) এমন ৩০ জন সাহাবীকে পেয়েছিলাম, যারা সকলেই নিজেদের ব্যাপারে মুনাফেকীর আশংকা করতেন । তারা কেউই বলতে পারতেন না যে তারা খাঁটি ঈমানদার!!

হে মুসলিম ভাই!

ইমাম ইবনুল জাওয়ী বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ তার টাকা পয়সায় জালনোট যেন ঢুকে না যায় এ ব্যাপারে কত সচেষ্ট, আর জালিয়াতীকারীরা নির্ভয়!! দেখুন হ্যরত আবু বকরকে (রাঃ) তিনি তার জিহ্বা ধরে বলেন : এটিই আমার সর্বনাশ করছে। হ্যরত উমর (রাঃ) বলেন, হে হজায়ফা! আমি কি মুনাফেকদের অন্তর্গত!!

ইমাম ইবনুল কাইয়্যম (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সাহাবাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখতে পাবে যে, তারা আমলের দিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলেন। সাথে সাথে তারা ছিলেন আশংকার দিক দিয়েও চূড়ান্ত পর্যায়ে। হয়তবা তাদের আমল কবুল হবে না ভেবে। আমরা আমলের ক্ষেত্রে কত অবহেলা করছি। আর শেষ পরিনতির ব্যাপারে কোনই পেরেশানি নেই। এ যদি হয় ইমাম ইবনুল কাইয়্যমের যুগের কথা, তাহলে আমাদের ব্যাপারে বর্তমান যুগে আমরা কি বলব?

হে প্রিয় ভাই, আপনি আপনার সময়কে নষ্ট করবেন না। কারণ, এ টিই হচ্ছে আপনার পুঁজি। যদি আপনি আপনার পুঁজিকে সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলেই না লাভ হবে। আজকে আপনার পরকালের সওদায় মন্দ ভাব। এই মন্দাভাবের সময় আপনি আপনার সওদা গুছিয়ে নিন। কারণ, মন্দাভাব কেটে গেলেই তেজিভাব শুরু হবে।

ତଥନ ଆର ସହଜେ ସମ୍ବଦ୍ଧ କରତେ ପାରବେନ ନା ।

ଆଉସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକାରଭେଦ :

ଆଉସମାଲୋଚନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଏକ : କାଜ ଶୁରୁ କରାର ପୂର୍ବେ । ଦୁଇ : କାଜ ସମ୍ପଦନେର ପର ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର : କାଜ ଶୁରୁ ପୂର୍ବେଇ ଭାଲଭାବେ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରେ ଦେଖବେନ କାଜଟା କରା ସଠିକ ହବେ କିନା । ହାସାନ (ରହଃ) ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ସେଇ ବାନ୍ଦାର ପ୍ରତି କରଣା କରେନ, ଯେ କାଜ ଶୁରୁ କରାର ପୂର୍ବେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଖେ । ଯଦି କାଜଟି ଆଲ୍ଲାହର ଓୟାନ୍ତେ ହୁଏ ତାହଲେ ସମ୍ପଦନ କରେ । ଆର ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ହୁଏ ତାହଲେ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର : କାଜ ସମ୍ପଦନେର ପରେ ଆଉସମାଲୋଚନା କରା । ତା ତିନ ପ୍ରକାର । ଏକ : କୋନ ନେକିର କାଜ କରାର ପରେ ଆଉସମାଲୋଚନା କରେ ଦେଖା, କାଜଟି କି ସଠିକଭାବେ ହେବେ ନାକି ଏତେ ଗାଫଳତି କରା ହେବେ । ଭବିଷ୍ୟତେ ଯେଣ କମତି ନା ପଡ଼େ ତାର ଜନ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରା ।

ଦୁଇଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଜେର ହିସାବ ନେଓଯା, ଯେଟା ନା କରାଇ ଭାଲ ଛିଲ । ତିନଃ ଆଉସମାଲୋଚନା କରା ସେ କାଜେର, ଯେ ନେକିର କାଜଟି କରା ହୁଯନି । ନିଜକେ ଏଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ଯେ, ସେକି ପରକାଳେର କଲ୍ୟାଣ ଚାଯ, ନାକି ଦୁନିୟା ଲୋଭି । ଏ ଭାବେଇ ନିଜକେ ପରକାଳମୁଖୀ କରେ ଲାଭାବାନ ହବେନ ।

আত্মসমালোচনা করতে সহায়ক কর্মকাণ্ড :

কতিপয় কাজ রয়েছে যা মানুষকে আত্মসমালোচনা করতে সহায়তা করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। একথা ভালভাবে উপলব্ধি করা যে, আজ নিজের আত্মসমালোচনা করা হলে ভবিষ্যতে কাজ করা সহজ হবে। আর আজকে যদি আত্মসমালোচনা করতে চিল দেয়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে তার হিসাব দেয়া কঠিন হয়ে যাবে।

২। এ কথা ভালভাবে জানা যে, আত্মসমালোচনার ফলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে, আল্লাহর দিদার লাভ, নবী ও নেককারদের সাহচর্য লাভ ভাগ্যে জুটবে।

৩। আত্মসমালোচনা পরিত্যাগ করলে কি ক্ষতি হতে পারে এবং তা জাহানামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে চিন্তা করা।

৪। সে সব লোকের সঙ্গ লাভ করা যারা আত্মসমালোচনা করে নিজেদেরকে সংশোধিত করে এবং খারাপ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

৫। আমাদের সালফে সালেহীনদের জীবন-চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেয়া।

৬। করব জিয়ারত করা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা, আর একথা মনে করা যে, তারা আজ আত্মসমালোচন করতে পারছে না বা জীবনে যে ভুল করেছে তা সংশোধন করতে পারছে না।

৭। ইসলামী জ্ঞান চর্চার বৈঠকাদিতে ও ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করা।

৮। রাত্রি জাগরণ করে তাহজ্জুদ নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক অন্যান্য আমল করা।

৯। খেল-তামাশার স্থান থেকে দূরে থাকা, যা মানুষকে আত্মসমালোচনা করতে ভুলিয়ে দেয় এবং পরকাল বিমুখ করে তোলে।

১০। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দু'আ করা, যেন আল্লাহ তাকে প্রতিটি কল্যাণকর কাজের তৌফিক দান করেন।

১১। নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা না করা। কেননা নিজের ব্যাপারে উচ্চধারণা করলে মানুষ আত্মসমালোচনা করতে ভুলে যায়। তার চোখে তখন অন্যের দোস-ক্রটি ধরা পড়ে নিজের দোষ ধরা পড়ে না।

প্রিয় ভাই!

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো, সে যেন আত্মসমালোচনা করতে এবং নফসকে চাপের ভিতর রাখতে শৈথিল্য না করে। কেননা জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস হলো মনি-মুক্তার মত মূল্যবান যার দ্বারা এমন গুণধন বা খনি ক্রয় করা সম্ভব যা কোনদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে না। সুতরাং এসব শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়কে বিনষ্ট না করা বা এমন কাজে ব্যয় না করা

যাতে অকল্যাণ রয়েছে। যে এ কাজ করবে সে প্রকৃত পক্ষে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা একমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিই করতে পারে। কিয়ামতের দিনই সে তার প্রকৃত ক্ষতি চাক্ষুস দেখতে পাবে।

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا
جَ وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ جَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا
أَمَدًا بَعِيدًا»— (آل عمران : ৩০)

“যে দিন প্রত্যেকেই যা কল্যাণকর কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সে কামণা করবে যদি এর মাঝে ও তার মাঝে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করা হতো। (আলে ইমরান : ৩০)

সম্মানিত ভাই!

তাওবা ইবনে সিম্বাহ ছিলেন একজন আত্মসমালোচক। তিনি একদিন হিসাব কষে দেখলেন যে, তার বয়স ষাট বছর পার হয়ে গেছে, যার দিনের সংখ্যা হলো এগার হাজার পাঁচশত দিন। তখন তিনি চি�ৎকার করে বলে উঠলেন, হায় আমি আমার প্রভূর সাথে এগার হাজার গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করব? এটা কিভাবে সম্ভব প্রতিদিনতো হাজর হাজার গুনাহ করছি! এরপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল তিনি এ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। লোকজন শুনতে পেল কে যেন বলছে, (তুমি উঠ! জান্নাতুল ফেরদাউসের পানে ছুটে যাও!)

আত্মসমালোচনা করার পদ্ধতি :

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আত্মসমালোচনা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে করতে হবে :

ফরজ আমল দিয়ে শুরু করতে হবে। যদি এতে কোন ঘাটতি থাকে তাহলে তা পূরা করতে হবে।

অতঃপর দেখতে হবে যে, সে হারাম কিছু করছে কি না। যদি কিছু করে থাকে তাহলে এর জন্য তাওবা করতে হবে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং নেক আমল করতে হবে।

এরপর দেখতে হবে যে, নিজের মাঝে শৈথিল্য রয়েছে কিনা? থাকলে তা দূর করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহর শ্রবণ এবং দু'আ দুরুত্ব পাঠ করতে হবে।

এরপর আত্মসমালোচনা করতে হবে অঙ্গ-পতঙ্গের আচরণের ব্যাপারে। জিহ্বা কি ধরনের কথা বলে, পা কোন পথে চলে, হাত দ্বারা কি করা হয়, দৃষ্টি কোন জিনিসের উপর ফেলা হয়, কান দিয়ে কি শোনা হয়। এসব দ্বারা কি ভাল কিছু করা হয় নাকি মন্দ কিছু?

আত্মসমালোচনার উপকারিতা :

আত্মসমালোচনার অনেক উপকারিতা বা ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো :

০ নফসের দোষ-ক্রটি জানা যায়। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ক্রটি জানতে পারে সে তা সংশোধনের অবশ্যই চেষ্টা করবে।

- ০ তাওবা করার সুযোগ ঘটবে এবং পূর্বে যা ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ।
- ০ আত্মসমালোচনা করলে আল্লাহর হকের বিষয়টি অর্থ্যাত তাঁর ইবাদত কর্তৃকু করা হচ্ছে তা চোখের সামনে ভেসে উঠবে ।
- ০ আত্মসমালোচনা করলে বান্দা অবশ্যই আল্লাহর দরবাবে বিনয়ী ও অনুগত থাকবে ।
- ০ আল্লাহর মহত্ত্ব ও দয়ার কথা জানতে ও বুঝতে পারবে আর এটা ও বুঝতে পারবে যে, মানুষ পাপ করলেও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রুত পাকড়াও করেন না ।
- ০ মন থেকে রিয়া, অহংকার দূর করতে আত্মসমালোচনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে ।
- ০ আত্মসমালোচনার ফলে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে গতি আসবে এবং গুনাহ ত্যাগ করা সহজ হবে ।
- ০ হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনা ফেরত দানে আত্মসমালোচনা মানুষকে উদ্ধৃদ্ধ করে ।

জীবন চাকা

হে আমার মুসলিম ভাই! হ্যারত ফুজাইল এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার বয়স কত? তিনি বলেন, ষাট বছর। তখন তিনি তাকে বলেন, আপনি ষাট বছর ধরে আল্লাহর পানে চলেছেন, আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট পৌছে যাবেন!!

হ্যরত আবু দারদা বলেন : তোমার জীবনতো কয়েক দিনের সমষ্টি মাত্র। তোমার যে কয়দিন গত হয়ে যাচ্ছে জীবনের সে কয়দিন খসে যাচ্ছে। সুতরাং হে বিশ বছর বয়সী! তোমার কত সংগী মারা গেছে আর তুমি বেঁচে আছ!

হে তিরিশ বছর বয়সী! তুমি আজকে যুবক। তুমি কি তোমার আগের দিন গুলোর ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছো?

হে পঞ্চাশ বছর বয়সী! তুমি তো অর্ধশত বছর পেয়েছ। অথচ এখনও চিন্তা করে দেখছো না!

হে ষাট বছর বয়সী! তোমার পা তো কবরের দিকে উঠে গেছে। এরপরও ভোগ বিলাস নিয়ে মন্ত। প্রকৃতপক্ষে তুমিতো তোমার জীবনকে অপচয় করেছো।

সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার কোন আপত্তি গ্রহণ করবেন না, যাকে তিনি ষাট বছর বয়স দিয়েছেন।

হে প্রিয় ভাই! আপনি কত নামায নষ্ট করেছেন? কত জুমা অবহেলায ছেড়েছেন? কত রোয়া নষ্ট করেছেন? কত যাকাত কৃপণতা করে আদায করেননি? ... কত হজ্জের সুযোগ নষ্ট করেছেন? কত ভাল কাজের শৈথিল্য করেছেন? আর কত খারাপ কাজে সংঘটিত হতে দেখেও প্রতিবাদ না করে চুপ করে থেকেছেন? কত অশ্লীল কথা বলেছেন? পিতামাতাকে কত দুঃখ দিয়েছেন, তাদের সেবা করেননি? কত দুর্বলের প্রতি কঠোর

ହେଁଛେନ, ତାଦେର ପ୍ରତି ଦୟା କରେନ ନି ? କତ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ଜୁଲୁମ
କରେଛେନ ? କତ ମାନୁଷକେ ଗାଲି ଦିଯେଛେନ ? କତ ମାନୁଷେର ଗୀବତ
ଗେଯେଛେନ ? କତ ମାନୁଷେର ସମ୍ପଦ ଅନ୍ୟାଯ ଭାବେ ଗ୍ରାସ କରେଛେନ ?

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହ୍ରାୟରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସୂଳ (ସାଃ) ବଲେନ,
“ତୋମରା କି ଜାନ ପ୍ରକୃତ ଦରିଦ୍ର କେ ? ତାରା ବଲଲେନ, ଆମାଦେର ମାଝେ
ସେହିତୋ ଗରୀବ ଯାର ଟାକା ପଯସା ବା ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇ । ତଥନ ତିନି
ବଲଲେନ, ଆମାର ଉଚ୍ଚତେର ମଧ୍ୟେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଦରିଦ୍ର ଯେ କିଯାମତେର
ଦିନ ଅନେକ ନାମାୟ, ରୋଧୀ ଏବଂ ଯାକାତ ନିଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହବେ । କିନ୍ତୁ
ସେ ଓକେ ଗାଲି ଦିଯେଛେ, ଏର ସମ୍ପଦ ଗ୍ରାସ କରେଛେ, ଓର ରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତତ
କରେଛେ, ଆରେକ ଜନକେ ମେରେଛେ । ଅତଃପର ତାର ନେକୀ ଥେକେ ଏକେ
ଦେୟା ହବେ, ଓକେ ଦେୟା ହବେ । ଯଦି ପାଞ୍ଚା ପରିଶୋଧେର ପୂର୍ବେ ତାର
ନେକୀ ଶେଷ ହୁୟେ ଯାଯା, ତାହଲେ ଓଦେର ଗୁନାହ ନିଯେ ଏର ଘାଡ଼େ ଚାପାନୋ
ହବେ । ଅତଃପର ତାକେ ଜାହାନାମେ ନିଷ୍କେପ କରା ହବେ ।” (ମୁସଲିମ)

ଆମରା ଜୀବନେର ଚାକା ଗଡ଼ିଯେ କତ ହାସଛି, କତ ଆନନ୍ଦ କରଛି, କିନ୍ତୁ
ଚିନ୍ତା କରଛିନା ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦିନ ପାର କରେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଛି ।
ସୁତରାଂ ଆପଣି ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବେଇ ଆମଲେର ସର୍ବାସ୍ତକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।
କେନନା, ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ଆମଲେର ମାଝେଇ ନିହିତ ।

ଆମାଦେର ନବୀ ହ୍ୟରତ ମୁହାସ୍ମଦ (ସାଃ) ଓ ତାର ବଂଶଧର ଏବଂ
ସାହାବୀଦେର ଉପର ଆଲ୍ଲାହର ରହମତ ବର୍ଷିତ ହୋକ ।

অন্তরের ব্যাধি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনরা !

আপনাদের উপর আল্লাহর করুণা ও বরকত বর্ষিত হোক। আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য পোষাক আশাক, বাড়ীঘর, গাড়ী ইত্যাদিতে কত সময় ব্যয় করি, আমাদের শারীরিক চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ করি শুধুমাত্র সুস্থ ও নিরাপদ থাকার জন্য। আমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছি যে, সতর্কতা স্বরূপ আমরা কত ঔষধ গ্রহণ করে থাকি যেন কোন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হই।

এরপর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি

আমাদের অন্তকরণ (কৃল্ব) অনেক রোগ-বালাই এ আক্রান্ত হয় যা শারীরিক রোগের চেয়েও মারাত্মক ও বিপজ্জনক তা কি আমরা জানি? তা এ রোগ ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শেষ করে দেয় অথচ সে বুঝতে পারেনা। এ অবস্থায় কৃলব পরিবর্তিত হয়ে কাল কৃলব-এ রূপান্তরিত হয়। সে অবস্থায় তখন কৃলব ভাল কাজকে ভাল বলে জানতে পারে না এবং মন্দকে ঘৃণা করে না-আমরা আল্লাহর নিকট এ অবস্থা থেকে পানাহ চাই। আমরা যখন এটি বুঝতে পারলাম তাহলে কি এ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়?

এ উদ্দেশ্যেই আমি এ লেখা আপনাদের জন্য পেশ করলাম। আমি এর দ্বারা প্রথমেই নিজেকে উপদেশ দিতে চাই এবং অন্যান্যদের যাদের আমি কল্যাণ চাই। আল্লাহর নিকট এ দু'আ করি যেন তিনি আমাদের কুলব-এর আত্মগুন্ডির ব্যাপারে সাহায্য করেন, পরিশুল্ক করেন আমাদের অন্তঃকরণকে— আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!!

অন্তরের ব্যাধির কথা কেন ?

অন্তরের ব্যাধি সংক্রান্ত কথার গুরুত্ব কয়েকটি কারণে। সেগুলি হল-

১। আল্লাহ তা'য়ালা অন্তরকে পরিশুল্ক ও পরিছন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তিনি একে রিসালাতে মুহাম্মদীর বিশেষ উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন : তায়কিয়ায়ে নফস-কে তিনি কিতাব শিক্ষা ও হিকমতের পূর্বে উল্লেখ করেছেন এর গুরুত্বের কারণেই।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ». (الجمعة : ٢)

তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেকে পবিত্র (তায়কিয়া) করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। (জুমআ : ২)

২। বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে অন্তরের ব্যাধির ব্যাপক প্রসারের ফলে (আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন সে ব্যতীত) হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা,

কুধারনা, অহংকার, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা, ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং এ থেকে উদ্ভৃত ঝগড়া বিবাদ, একে অপরকে বয়কট করা, সম্পর্কচ্ছেদ, দুনিয়ার প্রতি মোহ, কামনা-বাসনার পিছে ছুটে চলা এবং দুনিয়াই আজ অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গেছে।

৩। অন্তরের ব্যাধির প্রভাব মানুষের জীবনে পড়ার কারণে তাদের নিকট নামায খুব কঠিন ও ভারী হয়ে গেছে। নামাযে দাঁড়ালে একাগ্রতা আসে না, আল্লাহকে ভয় করতে অনীহা করার পর্যায়ে এসে গেছে, আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি আসে না এবং কুরআনকে ত্যাগ করেছে। কুরআন পাঠ করলেও মন নরম হয় না, শরীর শিহরিত হয়ে উঠে না, ভাল আমল করলে খুশী লাগে না কিংবা খারাপ আমল করলে দুঃখ আসে না।

৪। মানুষের মাঝে তার অন্তঃকরণ (কৃলব) টিই হল মূল চালিকা শক্তি, পরিকল্পনাকারী। অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ হল বাস্তবায়ন কারী। যদি অন্তঃকরণ ব্যাধি ও পক্ষিলতা হতে এবং সুবাহ থেকে পবিত্র থাকে, তাহলেই মানুষ তার প্রভুর প্রকৃত আনুগত্য করতে পারে, পারে সঠিক ইবাদত করতে এবং তার স্বভাব চরিত্র ভাল হয়, তার অবস্থা সঠিক হয়, সে নিজে সুখী হয়, অন্যরাও তার প্রতি সত্ত্বষ্ট থাকে। আবু হৱায়রা (রাঃ) বলেন অন্তর হল রাজা আর অঙ্গ প্রতঙ্গ হল তার সৈন্য-সামন্ত। যদি অন্তর ভাল থাকে তার সৈন্যরাও ভাল থাকে। আর যদি অন্তর খারাপ থাকে তাহলে তার সৈন্য-সামন্তরাও খারাপ হয়ে পড়ে।

୫। ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ଆମଳ କବୁଲ ହବାର ଜନ୍ୟ ଅଧିକ କଟ୍ କରା ବା ବେଶୀ ଆମଳ ହୋଯା ଜରୂରୀ ନୟ । ଜରୂରୀ ହଲ ତା ଯେଣ ଖାଲିସ ଅନ୍ତଃକରଣେ ହୟ ଅର୍ଥାଏ ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେଇ ହୟ । ଦୁନିଆବୀ କୋନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ନା ହୟ । ଅନ୍ତର ଯତଇ ପବିତ୍ର ହବେ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ହବେ, ଖାଲିସ ହବେ ପ୍ରଭୁର କାଛେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତତଇ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ । ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ବଲେନ :

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» - (الشعراء : ٨٨-٨٩)

“ଯେଦିନ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଓ ସଭାନ-ସନ୍ତତି କୋନ ଉପକାରେ ଆସବେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର ନିଯେ ଆଲ୍ଲାହର କାଛେ ଆସବେ ।”
(ଶ୍ରୀବନ୍ଦ : ୮୮-୮୯)

ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାୟହି ଓୟାସାଲାମ ବଲେନ :

“إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ

يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ” - (رواه مسلم)

“ନିଶ୍ଚଯ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଦୃଷ୍ଟି ଦିବେନ ନା ତୋମାଦେର ଚେହାରା ଓ ଶରୀରେର ଦିକେ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଦୃଷ୍ଟି ଦିବେନ ତୋମାଦେର ଅନ୍ତର (କୁଳବ) ଓ ଆମଲେର ଦିକେ ।” (ମୁସଲିମ)

ସୁନ୍ଦ ଅନ୍ତରେର ଆଲାମତ

ମୁସଲିମ ଭାଇ ଓ ବୋନେରା !

ଆପନାର ଅନ୍ତର ସୁନ୍ଦ ଆଛେ କିନା ତା କି ଆପନି ଜାନତେ ଚାନ ? ଯେ

উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে কাজ করছে কি না তা কি জানতে চান? তাহলে আসুন আমরা দেখি সে রকম আলামত রয়েছে কিনা যা উল্লেখ করেছেন মন বিশেষজ্ঞ ও মহান চিকিৎসক আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহঃ)। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এ সব নির্দর্শনকে চিহ্নিত করেছেন যেন আমরা প্রত্যেকে নিজ অন্তরকে এ ধারা মেপে দেখতে পারি। যদি এ সব বিদ্যমান থাকে তাহলে আল্লাহর হাজারও প্রশংসা। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করার পূর্বেই দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, রোগ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়লে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কোনটিই কাজে আসবে না।

অন্তর সুস্থতার আলামত সমূহ

- ১। মন সর্বদা পীড়া দিতে থাকবে যেন আল্লাহর দিকে ফিরে এসে তাওবা করে।
- ২। আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হবে না এবং তাঁর ইবাদত করতে বিরক্ত হবে না।
- ৩। যদি তার নির্দিষ্ট কোন দু'আ বা আমল যা সে প্রত্যহ করে থাকে, ছুটে যায় তাহলে এজন্য মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করবে। তার টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ ক্ষতির চেয়েও একে বেশী কষ্টদায়ক মনে করবে। আল্লাহ তায়ালা ইবনুল কাইয়েমকে ক্ষমা রহম করুন- এটাতো কার কথা যার দৈনিক নির্দিষ্ট কোন অজিফা বা কোন আমল রয়েছে- যার কোন নির্দিষ্ট কিছুই নেই আর ফরজ নামায ছুটে যাবার পরও অন্তরে ব্যথা বা কষ্ট অনুভব করেনা?

৪। ইবাদত করলে খানা-পিনার মজার চেয়েও অন্তরে বেশী মজা ও প্রশাস্তি অনুভব করবে। আমাদের কি এ রকম হয় যে ইবাদত করলে বা ইবাদত করে বের হলে এরূপ প্রশাস্তি অনুভব করি?

৫। যখন নামাযে প্রবেশ করবে তখন তার দুশ্চিন্তা, কষ্ট বা দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আজ অবস্থা এমন যে, নামাযে দাঁড়ালেই এসব এসে হায়ির হয়। এদের কাছে নামাযের মজা কোথায়? সে নামায কোথায় যে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"أَرْحَنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ"

“হে বেলাল! আমাদেরকে নামাযের মাধ্যমে আরাম-শান্তি দাও।”
তিনি আরো বলেন :

"جُعْلَتْ قُرْةً عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ"

“নামাযে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।” অর্থচ মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এ রকম হয়েছে যে, তারা যেন বলছে, হে ইমাম! আমাদেরকে নামায থেকে মুক্তি দিন!!

৬। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে আল্লাহু ও তার স্বত্ত্বাকে পাওয়া। আর এটি এক উচ্চ মর্যাদার কাজ।

৭। সে তার সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যেন কোন ভাবেই সময় নষ্ট না হয়, যেমন কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদ সম্পর্কে সচেতন থাকে।

୮ । ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାକବେ ଆମଲକେ ବିଶୁଦ୍ଧଭାବେ ପାଲନ କରାର ।

ଅନ୍ତରେର ସମ୍ମୂହ

ଅନେକ ସମ୍ମୂହ ରୁହି ଯାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହତେ ପାରେ । ଆମରା ଏଇ କିଛୁ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରବ ଯେନ ସତର୍କ ହତେ ପାରି ଏବଂ ସେ ସବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନା ହଇ । ଯଦି ଏସବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଁ ଯାଇ ତାହଲେ ଯେନ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଶୁରୁ କରତେ ପାରି । ଏସବେର ମାଝେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ହଳ :

ଏକ : ମୁନାଫେକୀ

ରୋଗଗୁଲୋର ମାଝେ ଏହି ସବଚେଯେ ମାରାଞ୍ଚକ ଏବଂ ଏଇ ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ । କେଉଁ ଯେନ ଏ କଥା କଙ୍ଗନା ନା କରେ ଯେ, ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଲାହୁଁ ଆଲାୟହି ଓ ଯାସାଲ୍‌ଲାମ-ଏର ସୁଗ ଶେଷ ହବାର ସାଥେ ସାଥେ ମୁନାଫେକୀ ଶେଷ ହେଁ ଗେଛେ ଏବଂ ଏଇ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେମନ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ସଲ୍‌ଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରା ମାରା ଯାବାର ଫଳେ ମୁନାଫେକୀରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେଛେ । ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁନାଫେକୀର ବିପଞ୍ଜନକତା ପୂର୍ବେର ତୁଳନାୟ କୋନ ଅଂଶେଇ କମ ନାହିଁ । ମୁନାଫେକୀ ଶୁରୁ ହେଁ କଥା ବା କର୍ମର ମାଧ୍ୟମେ । ଯେମନ ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଲାହୁଁ ଆଲାୟହି ଓ ଯାସାଲ୍‌ଲାମ ତାର ସୁବିଧ୍ୟାତ ହାଦୀସେ ଏ ବିଷୟଗୁଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେନ :

"مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ
خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى
يَدْعَهَا إِذَا أُتْمِنَ خَانَ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ

غَدَرْ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (متفق عليه)

অর্থাৎ- ‘যার মাঝে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফেক। এর মধ্যে একটি স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার মাঝে মুনাফেকের স্বভাব বিদ্যমান যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদি কিছু আমানত দেয়া হয় তাহলে সে তা খিয়ানত করবে, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে, ভঙ্গ করবে এবং যখন ঝগড়া-বিবাদ করবে তখন অশ্লীল কথাবার্তা বলবে।’ (বুখারী, মুসলিম)

যদি কোন মানুষ এতে নিমজ্জিত থাকে, তাওরা না করে এবং তার মন-বাসনা চরিতার্থ করতে লিপ্ত হয়, তাহলে এসব তাকে বিশ্বাসগত মুনাফেকীর দিকে ধাবিত করবে, আমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে পরিআণ চাই।

এজন্য সালফে সালেহীনরা নিজেদের জন্য মুনাফেকীকে সব চেয়ে বেশী ভয় করতেন। এ জন্যই হ্যরত উমর (রাঃ) যিনি আমলের, ইসলাম ও নবীর সাহচর্যের ক্ষেত্রে দিক থেকেও সব চেয়ে বিশ্বস্ত-তিনি হ্যরত হজায়ফা (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুনাফেকদের মাঝে গণ্য বলে বিবেচিত করেছেন? তিনি বলেন, না। আপনার পরে অন্য কাউকে পবিত্রতার সাটিফিকেট দিতে পারব না।

দুই : রিয়া বা প্রদর্শনেছ্বা

এটিও এক মারাত্মক ব্যাধি। কারণ, এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং আমল নষ্ট

করতে এর প্রতিক্রিয়া খুবই ব্যাপক। এ থেকে খুব কম লোকই মুক্ত। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَنَا أَغْنِيُ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشَرِكَهُ -

“আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি তার আমলে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখান করব।”

এর ব্যাহ্যিক রূপ হলঃ দেখবেন কেউ কেউ কোন লোক দেখলে খুব উন্নত ভাবে নামায পড়ে। আর কেউ না দেখলে নামাযে শৈথিল্য করে বা খুব তাড়াতাড়ি নামায পড়ে। দেখিয়ে দেখিয়ে দান খয়রাত করে যেন বলা হয় যে, ওমুক দান করেছে, অথবা নফল রোয়া রাখে বা জ্ঞান অর্জন করে কিম্বা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বা এ ধরনের কাজ করে যার বাহ্যিক রূপ খুবই উন্নত কিন্তু ভিতরে রিয়া বা লৌকিকতায় ভরা।

তিনি : হিংসা-বিদ্রে

এ রোগ থেকে আমাদের মধ্যে কেউ কি মুক্ত থাকতে পেরেছে ? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, হিংসা হচ্ছে মানসিক ব্যাধি। এটি খুবই শক্তিশালী। এ থেকে অল্প লোকই

ନିରାପଦ ଥାକତେ ପେରେଛେ । ଏ କାରଣେଇ ମହା ପରାକ୍ରମଶାଲୀ ଆଲ୍ଲାହୁ
ବଲେନ :

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ» - (النساء : ٥٤)

“ତାରା କି ଲୋକଦେର ହିଂସା କରେ ଯା ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ର ଅନୁଗ୍ରହେ ତାଦେର
ଦାନ କରେଛେ ?” (ନିସା : ୫୪)

ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେର ହାଦୀସେ ଉଲ୍ଲେଖ ର଱େଛେ :

— لَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَحَاسِدُوا —

“ତୋମରା ଏକେ ଅପରେର ପ୍ରତି ଘୃଣା କରୋ ନା, ଏକେ ଅପରକେ ହିଂସା
କରୋ ନା ।” ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖେର ବିଷୟ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଯାଲା ତାର କୋନ
ବାନ୍ଦାକେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଯେଛେ ସମ୍ପଦେର ବା ସନ୍ତାନେର ବା ସୁଖାନ୍ତର
ଅଥବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବା ନିୟାମତେର ଏ ସବେର ହିଂସା କରେ । ଏତେ
ସତିଇ ବିପଦ ର଱େଛେ । ନବୀ କରୀମ ସାଲାହୁ ଆଲାୟହି ଓ ଯାସାଲାମ ଏ
ସମ୍ପର୍କେ ସତର୍କ କରେଛେ ଏ ବଲେ :

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا
تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

“ତୋମରା ସାବଧାନ ଥେକ ହିଂସା ଥେକେ । କେନନା ହିଂସା ନେକୀକେ ଥେଯେ
ଫେଲେ ଯେମନ ଆଗୁନ ଲାକଡ଼ିକେ ଥେଯେ (ଜ୍ଵାଲିଯେ) ଫେଲେ ।

ଚାର : ଅହଂକାର, ଆସ୍ତରିତା ବା ଅନ୍ୟଦେର ତୁଳ୍ବ-ତାଛିଲ୍ୟ,
ଠାଟ୍ଟା-ମଶକରା କରା ।

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଯାଲା ବଲେନ :

«سَاصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ»- (الاعراف : ١٤٦)

“ଆମାର ଆୟାତ ହତେ ଫିରିଯେ ଦେବ ତାଦେର, ଯାରା ଜମିନେର ବୁକେ
ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଅହଂକାର କରେ ।” (ଆରାଫ : ୧୪୬)

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଯାଲା ଆରୋ ବଲେନ :

«إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيْ أَيَّاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِيْ صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَأْهُمْ
بِالْغِيْرِ»- (مؤمن : ٥٦)

‘ନିଶ୍ଚଯ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହର ଆୟାତ ସମ୍ପର୍କେ ବିତକ୍ କରେ ତାଦେର କାହେ
ଆଗତ କୋନ ଦଲିଲ ବ୍ୟତିରେକେ, ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ଆହେ କେବଳ
ଆସ୍ତରିତା, ଯା ଅର୍ଜନେ ତାରା ସଫଳ ହବେ ନା ।’ (ମୁମିନ : ୫୬)

ଅନ୍ୟତ୍ର ତିନି ବଲେନ :

«يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى
أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى

أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُنَّ۔ (الحجرات : ١١)

‘হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।’ (হজুরাত : ১১)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ -

“যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জাগ্রাতে প্রবেশ করবে না।” আজকের যুগে অন্যকে তুচ্ছ-তাছিল্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ অনেক টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ দিয়েছেন অথবা উচু পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ আত্মসম্মতি সৃষ্টি হচ্ছে।

পাঁচ : কৃত্রিম ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা

এটি খুবই মারাত্মক ব্যাধি। অন্তরের জন্য এ ব্যাধি বিষের ন্যায়। যখন কোন মানুষের ভালবাসা, বন্ধুত্ব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হয় বা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হয় এবং তার কামনা-বাসনা হয় দুনিয়ার জন্য তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ধ্রংস অনিবার্য।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ» - (الجاثية : ٢٣)

“আপনি কি দেখেননি ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রতিক্রিয়ে প্রভু বানিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ।”
(জাসিয়া : ২৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْغَا لِمَا جِئْتُ
بِهِ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রতিক্রিয়ে আমার আনিত বিধানের অধীনে আনবে ।’

প্রিয় মুসলমান ভাই! এজন্য আপনি নিজেকে এ প্রশ্ন করুন? আমার সব সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, গ্রহণ ও দান, ভালবাসা ও বিরাগভাজন আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে না অন্য কারো উদ্দেশ্যে? উত্তর খুজুন আপনার ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবন যাপনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ।

ছয় : অন্তর কঠিন হওয়া

এটি এক কঠিন ব্যাধি যা থেকে খুব কম লোকই নিরাপদ থাকতে পারে । এর অনেক কারণ রয়েছে- আল্লাহর নাম শ্রবণ না করে অন্য কথায় বেশী মশগুল থাকা, হারাম মাল খাওয়া, গীবত-চুগলখুরী

କରା, ଗାନ ବାଜନା ଶୁନା, ପର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଦେଖା, ଅଧିକ ହାସା, ଅଧିକ ଭକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁମ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ବଲେନ :

«أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَمْنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ
اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ
قُلُوبُهُمْ طَوْكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ» - (الحديد : ۱۶)

“ଯାରା ମୁମିନ, ତାଦେର ଜନ୍ୟ କି ଆଲ୍ଲାହର ଶ୍ରାଗେ ଏବଂ ଯେ ସତ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ, ତାର କାରଣେ ହୃଦୟ ବିଗଲିତ ହୋଯାର ସମୟ ଆସେନି । ତାରା ତାଦେର ମତ ଯେନ ନା ହୁଏ, ଯାଦେରକେ ପୂର୍ବେ କିତାବ ଦେଯା ହେଁଛି । ତାଦେର ଉପର ସୁଦୀର୍ଘକାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଁବେ, ଅତଃପର ତାଦେର ଅନ୍ତର କଠିନ ହେଁ ଗେଛେ । ତାଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ପାପାଚାରୀ ।” (ହାଦୀଦ : ୧୬)

ଏ ବ୍ୟାଧିର ବିପଞ୍ଜନକତାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଓ ଆଖିରାତେ ଏର କୁପ୍ରଭାବେର କାରଣେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ କଠୋର ଶାନ୍ତିର କଥା ଘୋଷଣା କରା ହେଁବେ ।

«فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» - (ال Zimmerman : 22)

“ଯାଦେର ଅନ୍ତର ଆଲ୍ଲାହର ଶ୍ରାଗେର ବ୍ୟାପାରେ କଠୋର, ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁର୍ଭୋଗ ।” (ସୁମାର : ୨୨)

এ রোগের চিকিৎসা :

আপনি নিশ্চয় এ ভূমিকার পর যাতে এর বিপজ্জনকতার ভয়াবহ চির তুলে ধরা হয়েছে তা পড়ার পর- মনে মনে ভাবছেন : এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পথ কি? আল্লাহর ইচ্ছায় জবাব পেয়ে যাবেন নিম্নের কতিপয় বাক্যে যা এখন আপনার উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে।

১. রোগের স্বীকার করা : যদিও চিকিৎসা হবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তবুও আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই চিকিৎসা করতে চাই। কারণ প্রথমে যদি রোগ সম্পর্কেই ধারণা না থাকে, নিজেকে যদি আক্রান্ত বলে স্বীকার না করে তাহলে সহজ পদ্ধতি পেয়েও চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসবে না। দুনিয়া ও আখিরাতে এ রোগের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে সম্পর্কে প্রথমেই ওয়াকিফহাল হতে হবে।

২. শরীয়াতের জ্ঞানার্জন করা : কুরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী জ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের লেখা মানুষকে পথ দেখায় এবং দিক-নির্দেশনা দেয় এ রোগের চিকিৎসার।

৩. আত্মসমালোচনা করা, তাওবা এবং সতর্ক থাকা : যে কোন মুসলমানই ছোট বা বড় সবধরনের বিপদ মুসিবতে বিচলিত হয়। কোন জ্ঞানবানই এর উপর অবিচল থাকতে পারে না। সে যে কোন পাপ করে ফেললেই তাওবা করতে এগিয়ে আসে। সে ব্যক্তিই দ্রুত তাওবা করতে পারে যে আত্মসমালোচনা করে, নিজের কথা কাজের পর্যালোচনা করে, পরখ করে দেখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

ଯା କୁରାନ୍ ଓ ସୁନ୍ନାହ ମୁତାବିକ ହୟ ତାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଆର ଯା ଏ ଦୁ'ଯେର ବିପରୀତ ହୟ ତାର ଜନ୍ୟ ତାଓବା କରେ । ତାଓବାଇ ଏକଜନ ମୁସଲମାନେର ସଠିକ ପଥେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୟ । ବରଂ ସବ ସମୟ ଖେଳାଳ ରାଖିତେ ହବେ ସତର୍କ ଥାକିତେ ହବେ ଯେନ ଆବାର ସେ ପାପ କରେ ନା ବସେ । ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲାହ୍ ଆଲାୟହି ଓୟାସାଲାମ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଧିକାକେ ବଲେନ ଯେମନଟି ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ହେଁ- ‘ଯଦି ତୁମି କୋନ ଗୁନାହ କରେ ଫେଲ ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ କ୍ଷମା ଚାଇବେ ଏବଂ ସେ ପାପ ଥିକେ ତାଓବା କରବେ । କେନନା କୋନ ବାନ୍ଦା ଯଥିନ ତାର ପାପକେ ସ୍ଵିକାର କରେ ଏରପର ତାଓବା କରେ ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତାର ତାଓବା କବୁଲ କରେନ ।’

୪. ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଏଖଲାସେର ସାଥେ କାଜ କରା : ଅନ୍ତରେର ବ୍ୟାଧିର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷେର ବ୍ୟାହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଶରିୟତେର ସକଳ ପଞ୍ଚାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ନୟ । ବରଂ ଏର ସାଥେ ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେଇ ଏକନିଷ୍ଠଭାବେ କାଜ କରିବାକୁ ହାତେଇ ରଯେଛେ ଅନ୍ତରେର ଚାବିକାଠି ତାଁର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେଇ ସରକିଛୁ କରିବାକୁ ହାତେଇ ହବେ । ବାନ୍ଦାର ନିଷ୍ଠାର ଉପରାଇ ଆଲ୍ଲାହର ସାହାଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନ୍ତରେର ବ୍ୟାଧି ଥିକେ ମୁକ୍ତି ଓ ନାଜାତ ପାବାର ବିଷୟଟି ।

୫. ସଦାସର୍ବଦା ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରା : ମନବ୍ୟାଧି ଥିକେ ମୁକ୍ତି ପାବାର ଉପକରଣେର ମାଝେ ଅନ୍ୟତମ ହଲ ଯେ ଏକଜନ ମୁସଲମାନ ସବ ସମୟ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ବଡ଼ତ୍ବ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵେର କଥା ମନେ କରବେ । ଏକଥା ଶ୍ଵରଣ ରାଖିତେ ହବେ, ତିନି ଯେକୋନ ମୁହଁରେ ତାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରିବାକୁ ପାରେନ ।

তাকে যদি পাপের অবস্থায় ধরেন তাহলে হিসাব হবে খুবই কঠিন এবং শান্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। অথবা একথা মনে করা যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই দুনিয়াতে পাপের শান্তি হিসেবে দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ শক্তি ও জ্ঞান ছিনিয়ে নিতে পারেন অথবা তার অন্তর ও অন্তর দৃষ্টিকে অক্ষ করে দিতে পারেন, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা ও লোকসান কিম্বা সন্তান-সন্ততিদের নষ্ট করে দিতে পারেন অথবা অন্য যে কোন শান্তি দিতে পারেন, যেমন যারা তাঁকে ভয় করেনা তাদেরকে দুনিয়াবাসীর সামনে খুবই তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করে দিতে পারেন।

৬. বেশী বেশী নেক আমল করা : চিকিৎসার জন্য কতিপয় ভাল কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একজন মুসলমানকে বেশী বেশী সৎকাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যেমন-

এক. জামায়াতের সাথে সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

দুই. পিতা-মাতার সাথে সম্মত বহার করা।

তিন. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা।

চার. আঞ্চীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

পাঁচ. প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করা।

ছয়. নফল রোগ্য রাখা।

সাত. চাশত নামায আদায় করা।

আট. রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া।

নয়. বিতর নামায নিয়মিত পড়া।

দশ. দান-খয়রাত করা (বিশেষভাবে গোপন দান)।

এগার. রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রায়া করা এবং গরীব অসহায়ের

প্রতি দয়া করা। সর্বদা আল্লাহ'র স্মরণ বা যিকির করা। আল্লাহ'র স্মরণ ও তাঁর যিকির এসব ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করে। এজন্য মুসলমানদের জন্য এ বিধান দেয়া হয়েছে, তার জিহ্বা যেন আল্লাহ'র যিকির বা স্মরণে সর্বদা ভিজা থাকে (ব্যতিক্রম ছাড়া)। যেমন :

৭. ক. বিভিন্ন প্রকারের দু'আ যথা বাড়িতে প্রবেশের দু'আ, বাড়ি হতে বের হবার দু'আ, খাবার দু'আ, ঘুমাবার দু'আ ইত্যাদি। ৰ. সকাল, সন্ধ্যা বাচক দু'আগুলি, যেমন আলহামদুলিল্লাহ দশ বার অথবা একশ বার পড়া, সুবহানাল্লাহ একশত বার পড়া, আল্লাহ' আকবার একশত বার পড়া... ইত্যাদি। ঘ. সাধারণ যে কোন দু'আ।

৮. আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করা : এটি একজন মুমিনের সব সময়ের জন্য একটি বিশেষ অন্ত্র। সব বিপদ আপদে আশ্রয়ের অবলম্বন। এজন্য একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে সদা সর্বদা আল্লাহ'র নিকট তাঁর করুণা ও দয়া প্রার্থনা করবে, যাঞ্চা করবে তাঁর রহমত। চাইবে তাঁর নিকট নিরাপত্তা সব বিপদ মুসিবত হতে। তাকে যেন সুস্থ রাখেন রোগ-ব্যাধি থেকে। বিশেষ করে প্রার্থনা করবে সেই সময়টাতে যখন দু'আ কবুলের সময়- আল্লাহ'র নিকট দু'আ কবুল হয়।

৯. সর্বদা আখেরাতমুখী থাকা ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি না ঝুকা: যখন কোন মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, এ দুনিয়া চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়। দুনিয়াবী হায়াত আজ বা কাল শেষ হয়ে যাবে,

যতବେଶୀ ବୟସଟି ହୋକ ନା କେନ ଶେଷେ ମରତେ ହବେ ଏବଂ କବରେ ଯେତେ ହବେ ଏବଂ ପରକାଳେ ହୟ ଜାଗ୍ରାତ ବା ଜାହାନ୍ରାମ ହବେ ଶେଷ ଠିକାନା ତାହଲେ ଏହି ତାର ଅନ୍ତରକେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରାର ଏକଟି କାରଣ ହବେ । ବରଂ ସେ ଅନ୍ତରେର ସବ ବ୍ୟାଧି ଓ କାଲିମା ଝେଡ଼େ ଫେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ମୁଖୀ ହବେ ଯେନ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ନିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ସାଥେ ତାର ସାକ୍ଷାତ୍ ଘଟେ ।

୧୦. କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶୟତାନେର ଅନୁସରଣ ଥେକେ ବିରତ ଥାକା :

ଶୟତାନ ଓ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଯନା କୋନ ମୁସଲମାନେର ସାମାନ୍ୟତମ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଯଦିଓ ବ୍ୟାହିକଭାବେ ତାରା ଏର ବିପରୀତଟି ଦେଖାଯ । ଯଦି ଏକଥା କେଉ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ସକ୍ଷମ ହୟ ଯେ, ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ ଓ ଅଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗେ ଆଲ୍ଲାହର ବିରଳତା କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ଦୁଟି ଜିନିସ ବିରାଟ କାରଣ, ତାହଲେ ଏର ବିରଳତେ ତାରା ପ୍ରତିରୋଧେ ଏବଂ ସର୍ବାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲାବେ ଧୈର୍ୟ ଓ ସହିକ୍ଷୁତାର ମାଧ୍ୟମେ, ସଂ ପଥେ ଚଲା ଓ ନେକ ଆମଲ କରାର ମାଧ୍ୟମେ ଏବଂ ସବ ଧରନେର ପାପ ପକ୍ଷିଲତା ଓ ଆଲ୍ଲାହର ଅବାଧ୍ୟତା ହତେ ଦୂରେ ଥାକାର ମାଧ୍ୟମେ । କେନନା, ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଓ ସଫଳତା ରଯେଛେ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଯଦିଓ ତା ପାଲନ କରତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ । ଆମାଦେର ପ୍ରିୟ ନବୀ ମୁହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାୟହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଉପର, ତା'ର ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାହାବାଦେର ଉପର ରହମତ ଓ ଶାନ୍ତି ବର୍ଷିତ ହୋକ ।

৩

কিভাবে তাওবা করব ?

প্রাথমিক কথা : আমরা অনেকেই জানি না তাওবার গুরুত্ব ও এর প্রকৃত অবস্থা আর কিভাবে একে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। যদিও কেউ কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন কিন্তু এর সঠিক পস্থা অবগত নন। আবার কেউ কেউ এর পস্থা জানলেও জানেন না কিভাবে তা শুরু করতে হয়?

আমার প্রিয় ভাই! অতএব, আসুন আমরা তাওবার প্রকৃতি জানি ও এর পস্থা অবগত হই যেন তাওবার পথে ধাবিত হতে পারি।

আমরা সকলেই গুনাহগার

সুপ্রিয় ভাইয়েরা !

আমরা সকলেই পাপী-তাপী, গুনাহগার। একবার আল্লাহর পথে এগিয়ে যাই আবার এপথ থেকে পিছু হটি। একবার সব কাজে আল্লাহকে ভয় করি আবার আমাদের উপর গাফলতি এসে পড়ে। আমরা কেউ অপরাধ থেকে মুক্ত নই। আমাদের দ্বারা গুনাহ হয়েই যায়। আমি আপনি কেউই নিষ্পাপ নই।

"كُلُّ بَنِيْ أَدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ -"

(رواه الترمذى وصححه الألبانى)

"সমস্ত আদম সন্তানই ভুলকারী-গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার তারাই যারা তাওবা করে।' (তিরমিয়ী, আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে

সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন) ভুল-ক্রটি মানুষের স্বভাবজাত জিনিস। এই দুর্বল মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য তাওবার দরজা খুলেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন, বলেছেন এগিয়ে আসতে। যদি এটা না হত তাহলে অবশ্য মানুষ কঠিন সংকটে পড়ত। সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের হিস্ত হারিয়ে ফেলত এবং তার ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের আশা নিঃশেষ হয়ে যেত।

মুক্তির পথ কোথায় ?

আপনি হয়তো আমাকে বলবেন, আমি মানসিক শান্তি চাই, মুক্তির পথ জানতে চাই, ক্ষমা চাই, কিন্তু এর পথ সম্পর্কে অজ্ঞ, জানিনা কিভাবে শুরু করব? আমি হলাম ডুবত্ত ব্যক্তির মত, কেউ তার হাত ধরে টানুক। আমি পথহারা পথিকের মত পথ খুজছি, সাহায্যের অপেক্ষা করছি। আমি আশার আলো দেখতে চাই, চাই পথের দিশা, কিন্তু পথ কোথায়, কোন দিকে?

প্রিয় ভাই! পথ একেবারে স্পষ্ট সূর্যের মত, চাঁদের মত উজ্জল। এর পথ একটিই এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই... সেটি হচ্ছে তাওবার পথ... মুক্তির পথ খুবই সহজ পথ। সব সময় আপনার জন্য উন্নতি। আপনাকে শুধু পা বাঢ়াতে হবে তাহলেই আপনি জবাব পাবেন :

وَإِنِّيْ غَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهْتَدَى»۔ (طه : ৮২)

“আমি ক্ষমাকারী যে তাওবা করে এবং ঈমান আনে আর সৎ কাজ

করে অতঃপর পথ অব্বেষণ করে ।” (তা-হা ৪: ৮২) বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত বান্দাদের ডাক দিচ্ছেন তাওবার জন্য সে মুমিন হোক বা কাফের হোক । তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসবে, তার গুনাহ যতই বেশী হোক না কেন এবং যতই বড় হোক না কেন যদিও তা সমৃদ্ধের ফেনারাশির মত হয় । মহান রক্ষুল আলামীন বলেন ৳

«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا طَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» - (الزمر : ৫৩)

‘বলুন, হে আমার বান্দারা যারা তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে না । নিশ্চয় তিনি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন । নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাকারী করুণাময় ।’ (যুমার ৪: ৫৩)

কিন্তু ... তাওবা কি?

তাওবা হল আল্লাহ যা অপচন্দ করেন তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ যা পচন্দ করেন সে দিকে ফিরে আসা প্রকাশ্য ও গোপনী উভয় বিষয়েই । এটি ইসলামী শরীয়ত ও ঈমানের প্রকৃতিকে একত্রাকারী বিশেষ্য । এটি হতাশা ও নিরাশা থেকে বাঁচার পথ । এটি দুনিয়া ও আখেরাতে সকল শান্তি ও সুখের ঝর্নাধারা । এটি জীবনের

উখান ও মুক্তির ঠিকানা। এটিই প্রথম, মধ্যম ও শেষ ..., এটি বান্দার শুরু এবং সমাপ্তি ... এ হল আল্লাহর ভয়ে পাপ ত্যাগ করা, পাপের মন্দ দিক বুঝা এবং তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া আর কোন পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করা, যা ঘটেছে তা মনে করে লজ্জিত, অনুতপ্ত হওয়ার নাম হল তাওবা এবং বাকী জীবনে পাপ হতে বিরত হয়ে আল্লাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম।

কেন তাওবা করব ?

প্রিয় ভাই! আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমি সিগারেট ছাড়ব ? এতে আমি ত্যাগ পাই ... কেন আমি ছবি দেখা বন্ধ করব? এতে আমি আনন্দিত হই ... কেন আমি মেয়েদের দিকে তাকান ছেড়ে দেব? এতে আমার প্রশান্তি রয়েছে ... কেন আমি নামায ও রোয়ার মাঝে নিজেকে বেধে ফেলব ? আমিতো কোন বাধা-ধরা মানতে রায়ী নই। ... কেন? ...কেন? মানুষের কি তাই করা উচিত নয় যা তাকে শান্তি দেবে সুখ দেবে আনন্দ দেবে ? ... যা আমাকে আনন্দ দেয় তার নাম আপনারা বলছেন গুনাহ ... তা থেকে কেন আমি তাওবা করব ?

প্রিয় ভাই আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আপনি অবশ্যই জেনে রাখবেন যে, আমি আপনার জন্য চাই শান্তি, চাই আপনার আরাম, আমি শুধু আপনার কল্যাণই কামনা করছি এবং ইহকালে ও পরকালে আপনার মুক্তি ও পরিত্রান কামনা করছি।

এখন ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি-

আপনি তাওবা করুন, কেননা তাওবা -

১। এতে আপনার মহান প্রভুর নির্দেশের আনুগত্য করা হবে।
তিনিই আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحاً﴾ - (التحریم : ٨)

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠভাবে তাওবা কর।’ (তাহরীম : ৮) আল্লাহর নির্দেশকে পালন করতে হবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

২। দুনিয়া ও আখেরাতে এ হবে আপনার জন্য সফলতার কারণ।
মহান আল্লাহ বলেন :
 ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ - (النور : ٣١)

“তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) কর হে
মুমিনগণ, যেন তোমরা সফলকাম হও।” (নূর : ৩১)

প্রকৃত পক্ষে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়না, মুক্তি পায়না, সফলকাম হয়না,
প্রশান্তি পায়না তাঁর রবের বন্দেগী না করলে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন
না করলে এবং তাঁর নিকট তাওবা না করলে।

৩। তাওবা আপনার রবের ভালবাসা সৃষ্টি হবার কারণ। মহান
আল্লাহ বলেন :

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» -
(البقرة : ٢٢٢)

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পৃত-পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।’ (বাকারা : ২২২)

যদি কোন মানুষ এটা অনুভব করে যে, তার প্রভু তাকে ভালবাসে যখন সে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাওবা করে, তাহলে কি সে এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করবে না ? তার কি আর কিছু বাকী থাকে ?

৪। তাওবা আপনার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে এবং জাহানাম থেকে মুক্তির হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ طَإِنَّهُ كَانَ غَفَارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَأَرًا - وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا» - (নুহ :

(১২-১.

“অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।” “তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন” “তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।” (নুহ : ১০-১২)

মানুষের জান্নাত লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি ?

৫। আকাশ হতে বরকত নায়িল, শক্তি-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধির জন্য তাওবা একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ»۔ (হো : ৫২)

“হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ে না।” (হুদ : ৫২)

৬। তাওবা আপনার গুনাহ ক্ষমা করে তা নেকী দ্বারা পরিবর্তীত করে দেয়ার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন :

«إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا»۔ (الفرقان : ৭০)

“কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (ফুরকান : ৭০)

ପ୍ରିୟ ଭାଇ ! ଆପଣି କି ଏସବ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭେର ପାତ୍ର ହବାର ଜନ୍ୟ ତାଓବା କରବେନ ନା ? କେନ ଆପଣି କାର୍ପଣ୍ୟ କରବେନ ଯାତେ ଆପନାର ମନେର ପ୍ରଶାସ୍ତି ରଯେଛେ ? କେନ ଆପଣି ନିଜେର ଉପର ଜୁଲୁମ କରଛେନ ଆହ୍ଲାହ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ହୟେ ପାପ କରେ ଏବଂ ନିଜେକେ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ ହତେ ବଞ୍ଚିତ କରଛେନ ! ଆପନାର ସେଦିକେ ଦ୍ରୁତ ଏଗିଯେ ଆସା ଉଚିତ ଯାର ଏ ହଚ୍ଛେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପ୍ରତିଫଳ ।

ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବେହି ତାଓବା କରା

ତାଓବା କର କଥା ବନ୍ଧ ହବାର ପୂର୍ବେହି

ଏଗିଯେ ଯାଓ ତାଓବା ନିଯେ

ତା ହଲ ଗଛିତ ସମ୍ପଦ

ଦାନଶୀଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକାରୀର ଜନ୍ୟ ଗନ୍ମିମତ ।

କିଭାବେ ତାଓବା କରବ ?

ପ୍ରିୟ ଭାଇ ! ଆମାର ମନେ ହୟ ଆପଣି ଚାନ, ଆପନାର ଆଆ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଦିକେ ଫିରତେ ଚାଯ । ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର କାହେ ଆଶ୍ରୟ ନିତେ ଆଗ୍ରହୀ । ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହଯେଛେ ଯେ, ମନେର କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଏବଂ ଭୋଗେର ପିଛନେ ଛୁଟାଯ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସ୍ତି ନେଇ, ହାରାମ କାଜ କରଲେ ଶାସ୍ତି ପାଓଯା ଯାଯ ନା ... କିନ୍ତୁ ଏତଦସତ୍ତ୍ଵେ ଆପଣି ଜାନେନ ନା କିଭାବେ ତାଓବା କରବେନ ? ଜାନେନ ନା କୋଥା ଥେକେ ଶୁରୁ କରବେନ ?

ଆମି ଆପନାକେ ବଲାଇ : ଆହ୍ଲାହ ଯଥନ ତାର କୋନ ବାନ୍ଦାର କଲ୍ୟାଣ ଚାନ ତଥନ ତାର ଜନ୍ୟ ଏର ସବ ଉପକରଣ ସହଜ କରେ ଦେନ, ଏ ବ୍ୟାପାରେ

তাকে সাহায্য করেন। আমি আপনার জন্য কিছু জিনিসের উল্লেখ করছি যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা করবে :

১. সঠিক নিয়তে খালিস তাওবা করুন

যখন কোন বান্দা তার প্রভূর উদ্দেশ্যে নিজের নিয়তকে সহীহ করে এবং তাওবা করতে চায় তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। তাকে শক্তি সাহস যোগান এবং তাওবার পথে যত বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করেন। আর যে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ না হয়, শয়তান তার উপর ঢ়াও হয় এবং সব পাপাচার ও অশ্রীলতার দিকে নিয়ে যায় যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালাম সম্পর্কে বলেন :

كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ طَائِهٌ مِّنْ

عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ— (যোস্ফ : ২৪)

“আমরা এভাবেই তার থেকে অকল্যাণ ও অশ্রীলতা অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছি। সে ছিল আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্গত।”

(ইউসুফ : ২৪)

২. নিজের হিসাব করুন

নিজের আত্মার হিসাব করলে অবশ্যই কল্যাণের পথে এগিয়ে আসতে পারবেন। এটা আপনাকে অকল্যাণ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে এবং যা কিছু ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নিতে সহায়তা করবে। এটা এমন একটি অবস্থান যা একজন লোককে তার ভাল ও

ମନ୍ଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟ କରତେ ସକ୍ଷମ କରେ ତୁଲେ, ତାଓବା କରତେ ସାହାୟ କରେ ଏବଂ ତାଓବା କରାର ପର ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରତେ ସହାୟତା କରେ ।

୩ । ନିଜେର ନଫସକେ ଭର୍ତ୍ତସନା କରନ୍ତି, ତାକେ ଭିତ କରନ୍ତି ଓ ଉପଦେଶ ଦିନ

ତାକେ ବଲୁନ, ହେ ନାଫସ ! ମରାର ପୁର୍ବେଇ ତାଓବା କର, କେନନା ମୃତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଚଲେ ଆସବେ । ଓକେ ଶ୍ଵରଣ କରିଯେ ଦିନ ଓମୁକେର ମୁତ୍ୟର ସଂବାଦ ତୁମି କି ଜାନନା ଯେ, ମୃତ୍ୟ ତୋମାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରବେ ? କବର ହବେ ତୋମାର ସର ? ମାଟି ହବେ ତୋମାର ବିଛାନା ? ପୋକା-ମାକଡ଼ ହବେ ତୋମାର... ? ତୁମି କି ଏ ଆଶଙ୍କା କର ନା ଯେ, ମରଗଦୃତ ତୋମାର ପାଶେ ଏସେ ପଡ଼ିବେ ଏ ଅବସ୍ଥାୟ ସଖନ ତୁମି ଗୁନାହେ ଲିଙ୍ଗ ? ସେ ସମୟେ ଆଫସୋସ କରଲେ କି କୋନ କାଜେ ଆସବେ ? ତୁମି କାଂଦଲେ ବା ଚିନ୍ତିତ ହଲେ କି ତା କବୁଲ ହବେ ? ତୁମି ଆଜ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ଅର୍ଥଚ ଦୁନିଆ ତୋମାକେ ଏଡ଼ିଯେ ଯେତେ ଚାଯ ଆପନି ଏଭାବେ ଆପନାର ଆସ୍ତାକେ ଭର୍ତ୍ତସନା କରତେ ଥାକବେନ ଏବଂ ତାକେ ଶ୍ଵରଣ କରାତେ ଥାକବେନ ଯେନ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରେ ତାର ଦିକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ-ତାଓବା କରେ ।

୪ । ପାପେର ସ୍ଥାନ ଥିକେ ନିଜେକେ ସରିଯେ ନିନ

ଆପନି ଯେ ସବ ଜ୍ୟାଗାଯ ପାପ କରତେନ ସେବ ସ୍ଥାନକେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ, ସେଥାନେ ଯାତାଯାତ ବନ୍ଧ କରତେ ହବେ, ଏଟା ଆପନାକେ ତାଓବା କରତେ ସାହାୟ୍ୟ କରବେ । ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଶ୍ଵରଣ କରନ୍ତି ଯେ ନିରାନବହି ଜନ ଲୋକକେ ହତ୍ୟା କରେଛିଲ, ତାକେ ଏକଜନ ଆଲେମ ବଲେଛିଲେନ, “ତୋମାର ଜାତି ହଞ୍ଚେ ଖାରାପ ଜାତି । ଓମୁକ ଓମୁକ ସ୍ଥାନେ କିଛୁ ଲୋକ

রয়েছে তারা আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমি সেখানে যাও এবং তাদের সাথে ইবাদত কর।”

৫। খারাপ সঙ্গী-সাথী ত্যাগ করুন

আপনার মন তাদের সাথে চলতে চাইবে। আর একথা ভালভাবে জেনে রাখুন যে, তারা আপনাকে কখনো ছাড়তে চাইবে না। কারণ তাদের পিছনে রয়েছে শয়তান, যে তাদেরকে সব সময় খারাপ ও গুনাহের কাজে লাগিয়ে রাখছে, গুনাহ দিকে ধাবিত করাচ্ছে। অতএব আপনি আপনার বাসার ঠিকানা পরিবর্তন করুন, টেলিফোন নাম্বার পাল্টান এবং যথাসম্ভব আপনার যাতায়াত ও চলাফিরার পথ পরিবর্তন করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বলেছেন :

وَالْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يَخَالِلُهُ۔ (رواه ابو داود الترمذی وحسنه الألبانی)

“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মেকর্মে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তোমাদেরকে দেখতে হবে কার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করছ।” (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।)

৬। পাপের প্রায়চিত্তের কথা চিন্তা করুন

বান্দা যখন জানবে যে, পাপ হচ্ছে খুব খারাপ জিনিস, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এই পাপ করার ফলে তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে, তাহলে প্রথমেই সে পাপ পরিহার করতে চাইবে। আর যদি কিছু পাপ করেই ফেলে তাহলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাওবা করবে।

৭। আপনার মনকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখান

আপনার মনকে জান্নাতের কথা ও এর অসংখ্য, অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন এবং তাকে জাহান্নাম ও তার ভয়াবহ শাস্তির কথা জানিয়ে ভয় দেখান।

৮। মনকে সে সব কাজে লাগিয়ে দিন যা আপনার উপকারে আসবে এবং তাকে একাকী ও অবসর রাখবেন না

আপনার মনকে যদি সঠিক কাজে ব্যস্ত না রাখেন তাহলে সে বাজে বা বাতিল কাজে জড়িয়ে পড়বে। কর্মহীনতা ও অবসর খারাপ ও পক্ষিলতার দিকে এবং অসৎ সঙ্গের দিকে নিয়ে যায়।

৯। আপনার কামনার বিপরীত কাজটি করুন

মানুষের কামনা-বাসনার মত বিপজ্জনক বিষয় আর কিছু নেই। এজন্য মহান আল্লাহ বলেছেন :

«أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهُوَاهُ»۔ (الفرقان : ٤٣)

অর্থাৎ “আপনি তাকে কি দেখেননি, যে তার কামনা-বাসনাকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে?” (ফুরকান : ৪৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায় তাকে পূর্বের সমস্ত পাপ-পক্ষিলতা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং কামনা বাসনার পিছনে সে আর ছুটবে না।

১০। প্রিয় বন্ধু! আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা করবে

যেমন আল্লাহর নিকট দু'আ করা যেন তিনি আপনাকে তাওবা করার

সুযোগ দেন। আল্লাহর স্বরণ করা, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, পরকালের চিন্তা করা, লোভ-লালসা কমিয়ে আনা। কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে পড়া এবং এজন্য ধৈর্য ধরা। বিশেষ করে প্রথম দিকে। এ ধরনের আরো অন্যান্য সব কাজ করা যা আপনাকে তাওবা করতে সহায়তা হবে।

সত্যিকার তাওবার শর্তসমূহ

প্রিয় ভাই!

সত্যিকার তাওবা করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, এসব শর্ত পূরণ হলে আল্লাহর নিকট তাওবা গ্রহণীয় হবে। সেগুলি হল-

এক : খালেস নিয়তে তাওবা করা

আপনার তাওবা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যেই হয়। তাঁর করুণার প্রতি আগ্রহ ও তাঁর শান্তির ভয়ে হয়। এর উদ্দেশ্য যেন দুনিয়ার কোন স্বার্থ না হয়। এজন্য মহান প্রভু বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحاً طَعْسِي رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفَّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمٌ لَا
يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حُنُورُهُمْ
يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأْيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ

لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا جَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

(التحریم : ۸)

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওবা কর—আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জালাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।” (তাহরীম : ৮)

দুই : পাপ ও গুনাহ হতে মুক্ত হওয়া

পাপে নিমজ্জিত ও জড়িত থাকা অবস্থায় তাওবা কল্পনা করা যায় না। তাওবা করার পর যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে এর জন্য পুনরায় তাওবা করতে হবে তবে এতে পূর্বের তাওবা নষ্ট হয়ে যাবে না। কিন্তু অবশ্যই নতুন ভাবে তাওবা করতে হবে।

তিনি : পাপ স্বীকার করা

কেননা কেউ যদি নিজের অপরাধ বা পাপকে স্বীকার না করে তাহলে কি ভাবে তাওবা করবে? এমতাবস্থায় অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে।

চারি : পূর্বে সংঘটিত পাপের জন্য অনুশোচনা করা

ନିଜେର ପାପେର ଜନ୍ୟ ଅନୁଶୋଚନା ନା କରଲେ ତାଓବା ହୟ ନା । ଏଜନ୍ୟ କେଉଁ ଯଦି ପୂର୍ବେର ଗୁନାହେର କଥା ବଲେ ଗର୍ବ କରେ ତାହଲେ ତାକେ ଅନୁତଷ୍ଟ ବଲା ଯାବେ ନା । ଏ କାରଣେଇ ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଆହ୍ ଆଲାୟହି ଓୟାସାଲ୍‌ଆମ ବଲେଛେ : “ପ୍ରକୃତ ତାଓବା ହଲ ଅନୁତଷ୍ଟ ହେଯା ।” (ଆହମଦ, ଇବନେ ମାଜା)

ପାଞ୍ଚ : ଭବିଷ୍ୟତେ ପାପ ନା କରାର ସଂକଳ୍ପ କରା

କେଉଁ ଯଦି ଆବାର ପାପ କରାର ନିଯତ ରେଖେ ତାଓବା କରେ ତାହଲେ ତା ସଠିକ ହବେ ନା । ପ୍ରକୃତ ତାଓବା ହବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତେ ଆର କଥନେ ପାପ-ଅନ୍ୟାଯ କରବେ ନା ।

ଛୟ : ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଓନା ଫେରତ ଦାନ

ଯଦି ଅପରାଧ ସଂଘଠିତ ହୟ କୋନ ମାନୁଷେର ଅଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାପାରେ, ତାହଲେ ଓୟାଜିବ ହବେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟକେ ଫିରିଯେ ଦେଓଯା, ଯଦି କେଉଁ ସଠିକ ତାଓବା କରତେ ଚାଯ । ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଆହ୍ ଆଲାୟହି ଓୟାସାଲ୍‌ଆମ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ :

“مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لَّاَحَدٌ مِّنْ عِرْضٍ أَوْ شَيْءٍ
فَلْيَتَحَالَهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا
دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذْ مِنْهُ بِقَدْرِ
مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذْ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمَّلَ عَلَيْهِ ।” - (ରୋହ ବଖାରୀ)

ଅର୍ଥଃ - “କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କାରୋ ନିକଟ କୋନ କିଛୁର ପାଞ୍ଚା ଥାକେ ତାହଲେ ଯେନ ସେ କିଯାମତେର ପୂର୍ବେଇ ତା ପରିଶୋଧ କରେ ନେୟ, କେନନା ସେ ଦିନ କୋନ ଟାକା ପଯସା ଥାକବେ ନା । ତଥନ ତାର ଯଦି କୋନ ସଂକରମ ଥାକେ ତାହଲେ ତାର ଜୁଲୁମ ଏବଂ ପରିମାଣ ନେକୀ କେଟେ ନେୟା ହବେ । ଯଦି ନେକୀ ନା ଥାକେ ତାହଲେ ଐ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁନାହ ନିୟେ ତାର ଉପର ଚାପିଯେ ଦେୟା ହବେ ।” (ବୁଖାରୀ)

ସାତ : ତାଓବା କବୁଳ ହବାର ସମୟେର ମାଝେଇ ତାଓବା କରତେ ହବେ ସେଟି ହଲ ମୃତ୍ୟୁ ଆସାର ପୂର୍ବେଇ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିକ ଥିକେ ଉଦିତ ହବାର ପୂର୍ବେଇ । ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଲାହୁ ଆଲାୟହି ଓ ଯାସାଲ୍‌ଲାମ ବଲେନ-
“إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفْرِغْرِ - (أَحْمَد
وَالترْمِذِي)

“ନିଶ୍ୟ ଆଲ୍‌ଲାହ ବାନ୍ଦାର ତାଓବା କବୁଳ କରବେନ ଯତକ୍ଷଣ ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ହୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବେ ଯେ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଆସେ । (ଆହମାଦ ତିରମିଯୀ) ଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସେର ପୂର୍ବେଇ ତାକେ ତାଓବା କରତେ ହବେ । ନବୀ କରୀମ ସାଲାଲ୍‌ଲାହୁ ଆଲାୟହି ଓ ଯାସାଲ୍‌ଲାମ ଅନ୍ୟ ହାଦୀସେ ବଲେନ :

“إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا” - (ରୋହ ମୁସଲମ)

“ନିଶ୍ୟ ଆଲ୍‌ଲାହ ତାଯାଲା ରାତେ ତାର ହାତ ସମ୍ପ୍ରାରିତ କରେନ ଦିନେର

ପାପୀକେ କ୍ଷମା କରାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଦିନେର ବେଳାୟ ତାଁର ହଞ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରେନ ରାତେର ବେଳାର ପାପକାରୀକେ କ୍ଷମା କରାର ଜନ୍ୟ, ଏ ଅବସ୍ଥା ଚଲତେ ଥାକବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିକ ଥିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।”
(ମୁସଲିମ)

ତାଓବା କବୁଲ ହବାର ଆଲାମତ

ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ! ଖାଲେସ ତାଓବାର କତିପଯ ଆଲାମତ ରଯେଛେ ଯା ତାଓବା କବୁଲ ଓ ସଠିକ ହୋଯା ବୁଝାଯା । ଏସବ ଆଲାମତ ହଲଃ

୧ । ତାଓବା କରାର ପର ବାନ୍ଦାର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବେର ଅବସ୍ଥାର ଚେଯେ ଭାଲ ହବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ମନେ ମନେ ଏଟା ଅନୁଭବ କରବେ । ତାଓବାର ପର ବାନ୍ଦା ଆଲ୍ଲାହର ପାନେ ରଜୁ ହବେ । ତାର ମନେର ଅବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ଓ ମଜବୁତ ହବେ ଯା ତାର ତାଓବା ଖାଟି ହୋଯା ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ମାକବୁଲ ହୋଯା ବୁଝାବେ ।

୨ । ଗୁନାହେର ଦିକେ ଆବାର ଫିରେ ଯାବାର ଆଶଙ୍କା ଥାକବେ । କୋନ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ଆଲ୍ଲାହର ପରୀକ୍ଷା ହତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ମୃତ୍ୟୁ ଆସାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମାଝେ ଏ ଆଶଙ୍କା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକବେ ।

«أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» - (حم السجدة : ٣٠)

“ତୋମରା ଭୟ କରିଓ ନା, ଚିନ୍ତିତ ହେଁ ନା ଏବଂ ତୋମରା ସୁସଂବାଦ ପ୍ରହଗ କର ଜାନ୍ମାତେର, ଯାର ଓୟାଦା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କରା ହେଁଛିଲ ।”

(হা-মীম সিজদা : ৩০) সে সময় তার ভয় দূর হবে এবং আশংকা কেটে যাবে।

৩। তার দ্বারা যে পাপ সংঘটিত হয়েছে তাকে অন্তরে যেন বড় করে দেখে। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, “একজন মুমিন পাপকে এভাবে দেখে যে, সে যেন বড় এক পাহাড়ের নিচে বসে আছে এবং সে তার উপর চেপে পড়ার আশংকা করছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার পাপকে দেখে যেন তার নাকের ডগা দিয়ে একটা মাছি উড়ে গেল। অতঃপর সে বলে আরে এটা তো ঐ রকম।” কিছু সালফে সালেহীন লোক বলেন, তুমি গুনাহের ছোট দিকটির প্রতি দেখ না বরং দেখ তুমি কার অবাধ্য হয়েছ সে দিকটি।

৪। তাওবা যেন বান্দার অন্তরে অনুশোচনা, ন্যূনতা ও দীনহীন ভাব সৃষ্টি করে- প্রভুর সামনে বিনয়ী হয়। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হল সে বান্দা, যে তার সামনে বিনয়ী, ন্যূন ও মাথা নত করে এসে উপস্থিত হয়। অন্তর সব সময় আল্লাহর স্মরণে তরতাজা থাকে, কোন অহংকার, আত্মনিরতা না থাকে। অন্যদেরকে তাদের গুনাহের জন্য ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য না করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তাওবাকে পরিশুল্দ করতে হবে।

৫। অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, জিহ্বার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। জিহ্বাকে হিফাজত করতে হবে মিথ্যা,

গীবত, চুগলখরী ও অনর্থক কথাবার্তা হতে। একে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হতে আল্লাহর স্মরণ ও তার কিতাব তেলাওয়তের মাঝে। পেট সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যেন হালাল জিনিস খাওয়া হয়, সতর্ক হতে হবে যেন হারামের প্রতি দৃষ্টি না দেয়। কান সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যেন গান, মিথ্যা কথা বা গীবত না শুনে। হাতের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে যেন তা হারামের দিকে প্রসারিত না হয়। পা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যেন তা দিয়ে অপরাধ বা শুনাহের জায়গায় না যায়। অন্তরের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যেন একে হিংসা বিদ্বেষ ও চক্রান্ত হতে পবিত্র রাখা যায়। আরও সতর্ক হতে হবে যেন অস্তংকরণ একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয় এবং সুখ্যাতি পাওয়া ও অন্যকে দেখানোর ইচ্ছা (রিয়া) হতে মুক্ত থাকে।

শিথিলতা থেকে সতর্ক থাকুন

সুপ্রিয় ভাই! বান্দা জানে না তার মৃত্যুর সময় কখন? জানে না জীবনের আর কত বাকী। এটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেকেই তাওবার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা বলেঃ এখন তাওবার সময় নয়। এখন জীবনটাকে উপভোগ করি। বয়স আরো বেশী হো'ক তখন তাওবা করব। এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোকা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতারণা। শয়তান মানুষকে বহুদিন বেঁচে থাকার আশা জগ্নত করে দেয় এবং চিরদিন দুনিয়ায় থাকবার ওয়াদা দেয়

অথচ সে এর ক্ষমতা রাখে না । সুতরাং তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসুন ... গাফলতী হতে সাবধান, শিথিলতা হতে সতর্ক হোন, খুব বেশী আশা করবেন না । বেশী আশা-আকাঞ্চ্ছাই মানুষকে গাফলতীতে ফেলে দেয় ।

তাওবার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসুন । শৈথিল্য পরিহার করুন কেননা এটিও একটি পাপ যা থেকে তাওবা করা উচিৎ । সুতরাং তাওবা তাড়াতাড়ি করা ওয়াজিব । আপনার মৃত্যু আসার পূর্বেই, সব আশা শেষ হবার আগেই তাওবা করুন, শেষ মুহূর্তে আফসোস করলে কোনই ফায়দা হবে না । কেননা আপনি জানেন না কখন আপনার দিন শেষ হয়ে যাবে, নিষ্পাস বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার জীবনে অঙ্ককার নেমে আসবে ।

তাওবা করুন আপনার অন্তরে মরিচা পড়ার পূর্বেই, যেন এমন জং না ধরে যে, তা উঠানোই যাবে না । তাওবা করুন আপনার অসুখ বা মৃত্যু আসার পূর্বেই যখন আর তাওবা করার সুযোগই পাবেন না ।

আল্লাহর নিয়ামত ও সহনশীলতায় আঞ্চলিক হবেন না, প্রিয় ভাই! অনেকেই নিজের উপর অবিচার করে গুনাহ ও অপরাধ করে । তাকে উপদেশ দিলে বা পরিণাম পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করলে বলে, আরে কত লোককে দেখছি রাতদিন পাপ করছে, তাদের অপরাধে দুনিয়া ভরে গেছে তবুও তারা কত সুখে আছে- আরামে থাচ্ছে । এরা

ଭୁଲେ ଯାଯ ସେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ୟାଲା ଯାକେ ଭାଲବାସେନ ଏବଂ ଯାକେ ଭାଲବାସେନ ନା ତାକେଓ ଏ ଦୁନିଆ ଦେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ୟାଲାର ପକ୍ଷ ହତେ ଏଟା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅବକାଶ ବା ଚିଲ, କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ତିନି ଟାନ ଦିବେନ, ପାକଡ଼ାଓ କରବେନ ତଥନ ଆର ପରିତ୍ରାଣ ନାଇ । ନବୀ କରୀମ (ସଃ) ବଲେନ : ଯଥିନ ଦେଖିବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାର ବାନ୍ଦାକେ ଗୁନାହ କରା ସତ୍ତ୍ଵେଓ ଦୁନିଆ ଦିଛେନ ତଥନ ବୁଝିବେ ଏଟା ଅବକାଶ । ଏରପର ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ଏ ବାଣୀ ପାଠ କରେନ :

«فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ طِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا طَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(الانعام : ୪୫-୪୪)

‘ଯଥନ ତାରା ତାଦେରକେ ଦେଯା ଉପଦେଶ ଭୁଲେ ଗେଲ ତଥନ ଆମି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସବ ଦରଜାଇ ଉନ୍ନୁକ୍ତ କରେ ଦେଇ । ଯଥନ ତାରା ଏସବ ପେଯେ ଆନନ୍ଦେ ଆସିଥାରା ହେଁ ପଡ଼େ ଆମରା ତଥନ ତାଦେରକେ ହଠାତ୍ ପାକଡ଼ାଓ କରି ତଥନ ତାରା ଦିଶେହାରା ହେଁ ପଡ଼େ । ଯାରା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତାଦେର ଶିକଡ କେଟେ ଦେଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ-ଜଗତେର ପ୍ରତିପାଳକ ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ।’ (ଆନାମ : ୪୪-୪୫)

সুপ্রিয় ভাই!

আল্লাহর পানে তাওবার জন্য ছুটে আসুন। মনের কামনা-বাসনা হতে পলায়ন করুন, গুনাহ থেকে পালান... অপরাধ হতে দৌড় দিন কুপ্রবৃত্তি হতে ছুটুন... পুরাপুরি দুনিয়া থেকে পলায়ন করুন। আল্লাহর পানে তাওবা করে ফিরে আসুন... তার দরবারে তাওবা নিয়ে হাজির হোন, আপনার গুনাহ যতই যতই বড় হোক না কেন বা যতই বেশী হোক না কেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার হস্ত প্রসারিত করেন রাতের বেলায় যেন দিনের বেলার পাপীদের ক্ষমা করেন এবং দিনের বেলায় হাত বাড়ান যেন ক্ষমা করেন রাতের বেলায় পাপকারীদের। সুতরাং আসুন প্রিয় ভাই আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের পানে সময় শেষ হয়ে যাবার আগেই।

আল্লাহর নিকট দোয়া করি যেন তিনি আমাকে এবং আপনাকে সঠিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার দিকে সঠিকভাবে অনুগত হয়ে আসার তাওফীক দান করেন। আমাদের নবী হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর, তার পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

নামায আদায়ের জন্য চিঠি

একটি মর্মান্তিক ঘটনা : বর্ণনাকারী বলেন,
 আমি আমার এক প্রতিবেশীকে চিনতাম। আল্লাহ তাকে যে সুস্থান্ত্য,
 কর্মচক্ষুলতা ও টাকা-পয়সা দিয়েছেন তা নিয়ে তিনি বেশ গর্বিত
 ছিলেন। তাকে প্রায়ই দেখতাম বন্ধুদের নিয়ে গাড়ীতে করে ঘুরে
 বেড়াচ্ছেন। তার বন্ধুদের দেখে মনে হত এরা আল্লাহর দ্বীনের
 কাছেও নেই। যখনই দেখা হতো তখনই তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সৎ
 উপদেশ দিতাম, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে, জামায়াতের সাথে
 নামায আদায়ের জন্য তাকে বলতাম। কিন্তু তিনি আমার সম্মানার্থে
 চুপ করে থাকতেন, কোন জবাব দিতেন না। কখনো বা মুচকি
 হাসতেন। তার এই অনাফ্রাহে আমি বেশ হতাশ হয়েছিলাম। .. বেশ
 কিছুদিন পর আমার আরেক প্রতিবেশী বললেন আমাদের উল্লেখিত
 প্রতিবেশী এক মারাঞ্জক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি
 হয়েছেন। অবস্থার অবনতির কারণে তাকে ইনসেন্টিভ কেয়ার-এ
 রাখা হয়েছে। আশংকাজনক অবস্থা কেটে যাবার পর হাসপাতালে
 তাকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম।
 তিনি পুরাপুরি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, নিজে নড়াচড়া বা চলাফেরা
 করতে পারছেন না। প্রাকৃতিক কাজকর্মেও অন্যের সহযোগিতা
 নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া অপারেশন ও শারীরিক যন্ত্রনাতো রয়েছেই যা

একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই ভাল জানেন।

আমি তাকে সালাম দিলাম ও তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, তার চোখ দুটি পানিতে ভিজে গেল, অবস্থার এতটা অবনতি হয়েছে যে তার-শরীর অবশ হয়ে গেছে। তখন তার স্মরণে আসল কিভাবে সে জীবন যাপন করতো, কত নিয়ামতে ছিল, হাসি-খুশি ছিল, সুস্থ ছিল, আমার সৎ উপদেশের কথা তার মনে পড়ল। তার এটাও মনে পড়ল আমি তাকে আল্লাহকে ভয় করে চলতে পরামর্শ দিয়েছিলাম ...। আমি তাকে ধৈর্য ধরতে বললাম এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করলাম, তাকে আশার বাণী শুনালাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এখন কি করতে মন চাচ্ছে বা বিশেষ কি ইচ্ছা পোষণ করছেন? তিনি বললেন, আমার একটি মাত্র ইচ্ছা রয়েছে, যদি আমি আমার এ দু'পায়ে ভর দিয়ে ইঁটতে পারি তাহলে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে হাজির হব! এ কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। ... এরপর ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসলাম। আমি তার চেয়েও বেশী চিন্তিত, দুঃখীত ও মর্মাহত ছিলাম। মনে মনে বললাম, গতকালের এই দাষ্টিক লোকটির অহংকার এখন কোথায়? কোথায় তার আত্মস্মরিতা? কোথায় তার আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা এবং নামায আদায়ে অনীহা? চোখের পলকে তা সব চলে গেছে!!

যদিও আমি এমনটি চাইনি, কিন্তু এই দুর্ঘটনা তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে। এটি তার পাপ হতে তাওবা করার একটি কারণ হল। তিনি

আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসলেন। এটি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট করুণা যা আল্লাহ তাকে বিপদের মাধ্যমে দিয়েছেন। ... আমি আল্লাহর নিকট কায়মন বাক্যে দু'আ করি তিনি যেন তাকে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক পথের উপর দৃঢ় ও মজবুত রাখেন। (আমীন)

সুপ্রিয় ভাই! আপনার নিকট আমার এ ভাত্তের চিঠি লিখবার প্রারম্ভে একটি বাস্তব সত্য ঘটনা উল্লেখ করলাম। যে সত্য ঘটনা দেখে আমি সত্যই খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম যা আমাকে ব্যথিত করেছিলো। আমি আপনার নিকট এ চিঠি দিছি আমার মনের কথা আপনাকে জানানোর জন্য, আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির কারণে। তা না হলে কি এত কষ্ট করে আপনার নিকট চিঠি লিখতাম। আপনার কাছে লিখা আমার এ খোলা চিঠি কি আপনার চোখে পড়বে, মন কি চাইবে পড়তে, চিন্তা-চেতনায় এ লেখা কি রেখাপাত করবে, আশা করি মন দিয়ে পড়বেন। আপনি হয়ত মনে মনে বলবেন আমি কি উদ্দেশ্যেই বা আপনাকে চিঠি লিখছি। আমি কে যে আপনাকে চিঠি লিখছি? তাই আমি আপনাকে বলছি- এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনুক বা না চিনুক। প্রকৃত ভাই হল সে, যে তার ভা'য়ের মাঝে কোন ভালকিছু দেখলে তা প্রকাশ করবে আর কোন কিছুর কমতি দেখলে বা দুর্বলতা দেখলে তাও বলে দেবে। আর এ কথা বিশ্বজনীন সত্য যে, কোন মানুষই দোষ-ক্রটি হতে মুক্ত নয়।

প্রত্যেক আদম সত্তানই গুনাহগার। কিন্তু উত্তম গুনাহগার হল ‘তাওবাকারী’। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আমি আপনার মাঝে যে দুর্বলতা লক্ষ্য করছি তা হল- মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে যদিও আপনার অনেক মহৎ গুণাবলী রয়েছে কিন্তু এটি একটি দুর্বলতা ও কমতি যা মোটেই ছোট ও তাছিল্য করার মত নয়...। আমাদের চির শক্ত শয়তান আমাদের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ায় এ কথা বলে যে, ‘এগুলি হল ব্যক্তিগত বিষয় এতে কারো নাক গলাবার অবকাশ নেই’। এজন্যই এটি মারঘাক বিভাসিকর কথা। আমি একান্ত চূপি চূপি আপনাকে এ চিঠি লিখছি। আপনি ও আমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। আমি আশা করি আপনি সহজভাবেই তা গ্রহণ করবেন- আপনার এক ভায়ের পক্ষ থেকে, যে আপনাকে ভালবাসে, আপনার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে।

প্রিয় ভাই!

যখন আমরা দেখি যে, কতিপয় মুসলমান ভাই পুরাপুরি বা আংশিকভাবে জমায়াতের সাথে সালাত (নামায) আদায় করছে না, তখন আমাদের মন দুমড়ে মুচড়ে যায়, দুঃখ ও যাতনায় অন্তর পুড়ে যায়। তখন প্রশ্ন জাগে-

জামায়াত পরিত্যাগের কারণ কি?

-খুব বেশী আশা-ভরসা :

কিছুলোক শয়তানের প্ররোচনায় এটা মনে করে যে, সে কমপক্ষে

সত্ত্বর আশি বছরের আগে মরবে না, তাই এ জীবনকে যতদিন পারা যায় উপভোগ করে নিতে হবে, দুনিয়ার স্বাদ আস্থাদন করতে হবে। মনে হয় যেন সে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, শেষ বয়সে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে তার এই গাফলতীর প্রায়শিক্ত করার জন্য। সে একথা ভুলেই গেছে যে, যে কোন মূহর্তে মৃত্যু হতে পারে, তখন আফসোস করবে হা-হ্রাস করবে যা কোন কাজে আসবে না।

-নাকি নামাযের অপরিহার্যতা সম্পর্কে অজ্ঞতা :

নামায হল ইসলামের খুঁটি। যে নামাযকে নষ্ট করল, সে ইসলামের আর সব বিধানকে সহজেই নষ্ট করে ফেলবে। মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। শরণ্যী কোন ওজর ব্যতিরেকে যেমন— সফর বা অসুস্থতার অবস্থা ছাড়া জামায়াতে নামায ত্যাগ করা যাবে না।

-নাকি গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে :

বেশী বেশী গুনাহের কারণে অন্তঃকরণ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। ওয়াজিব ও আনুগত্যের কাজ করতে চায় না, এমন কি কোন গুনাহের কাজ করলেও মনে ব্যাথা বা কষ্ট সৃষ্টি হয়না অথচ গুনাহের কাজে টাকা পয়সা নষ্ট হয়। সবই করা হয় কিন্তু হয়না জামায়াতে নামায পড়া।

-নাকি শয়তান আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল :

আমাদের অনেকেই শয়তানের নিকট ফুটবলের মত হয়ে গেছে। যেমন ইচ্ছা সে আমাদের নিয়ে খেলা করছে। যদি আমাদের হারাম

କାଜ କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ତାହଲେ ଆମରା ସେ ହକୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲନ କରେ ଫେଲି । ଏମନ ବିଷୟେ ନିଷେଧ କରେ ଯା କରା ଓ ଯାଜିବ, ଆର ଶୟତାନେର କଥା ଶୁଣେ ଆମରା ତା କରି ନା । ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଝେ ଏମନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୟନି ଯେ ସେ ବଲବେ ଯେ ବଲେ- ନା, ହାଜାରୋ ନା, ତୁ ମିଠୋ ଆମାର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତୁ ମି ଚାଓ ଯେନ ଆମି ତୋମାର ଦଲେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୟେ ଜାହାନାମୀ ହୁଇ !!

-ନାକି କାରଣ ହଲ ରାତ ଜାଗା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ଅଭାବ :

ଅନେକେର କାହେ ଏମନ ସବ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ରଯେଛେ ଯେ ରାତ ହୟେ ଗେଛେ ତାଦେର ନିକଟ ଦିନେର ମତ, ଆର ଦିନ ହୟେଛେ ରାତର ମତ । ନାମାଯକେ ପିଛନେର ସାରିତେ ଫେଲେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗେର ପ୍ରୋତ୍ସାହକେ ସାମନେ ଏନେହେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଯେଛେ ଖାନା-ପିନା ଓ ଭୋଜେର ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଲିକେ !

-ନାକି ଅହଂକାରେର କାରଣେ :

ତାଦେର ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୟ ଯେନ ତାଦେର ଆର କୋନ ରବେର ପ୍ରୋତ୍ସାହ ନେଇ । ସେ ତାର ରବେର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ନୟ, ଏମନକି ଆଲ୍ଲାହ ତାକେ ଯେ ନିୟାମତ ଦିଯେଛେ ସେଟିରେ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ମେ ନୟ । ଯେମନ ସୁଷ୍ଵାସ୍ୟ, ଯୌବନ, ଶ୍ରବଣ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ-ବୁଦ୍ଧି ନିୟାମତ ଇତ୍ୟାଦି । ସେ ଏକଥା ଭୁଲେଇ ଗେଛେ ଯେ, ଏସବ ନିୟାମତେର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ଆଲ୍ଲାହର ହାତେ । ତିନି ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଏସବ ଛିନିଯେ ନିତେ ପାରେନ । ଯେମନଟି ଆମରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟନାଯ ଦେଖେଛି । ଏ ଧରନେର ଅନେକ ଘଟନା ଏ ଅବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଚ୍ଛେ । ଯେମନ- ଯାରା ହାସପାତାଲେର ବେଡେ ବା ବାଡ଼ିର ବିଛାନାୟ ବଛରେ ପର ବଛର ଧରେ ପଡ଼େ ରଯେଛେ । ଏଟା ଆଲ୍ଲାହ

এজন্যই করেছেন যেন মানুষ তার দুর্বলতা ও অপারগতা বুঝতে পারে। আর একথাও বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহর রহমত, দয়া ও সাহায্য ছাড়া কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

-নাকি অন্য কোন কারণ রয়েছে যা আমরা জানি না :

প্রিয় ভাই! এবার আপনি অন্য আর একভাবে চিন্তা করুন। যেমন যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে কোন অনুষ্ঠানে বা কোন এক হোটেলের প্রোগ্রামে দাওয়াত দেয় ? তাহলে আপনি সেখানে যাওয়ার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিবেন? আপনি কি ঘূর্ম বা অন্যান্য কাজকর্মের অজুহাত দেখিয়ে এই দাওয়াত করুলে অপারগতা প্রকাশ করবেন? নাকি আপনি এর জন্য সকাল সকাল প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এবং সবকিছু বাদ দিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরী হবেন যেন কোনভাবেই এ অনুষ্ঠানে আপনার অনুপস্থিতি না ঘটে। আপনি যদি শুনেন যে, এক ব্যবসায়ী ঘোষণা করেছে যে, খুব ভোর ৪টার সময় যে কেউ তার নিকট হাজির হয়, তাকে তিনি এক লক্ষ টাকা বা এর চেয়ে বেশী কিছু দান করবেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা করা যায় যে, অনেকের সাথে আপনিও সেখানে যেয়ে হায়ির হবেন ? এই সুবর্ণ সুযোগ কি কেউ হাত ছাড়া করবে? বরং কেউ কেউ পরিবারের সকলকে নিয়ে হায়ির হবে এত বিরাট অংকের টাকা পাবার জন্য? অবস্থা যদি এ রকমই হয়, তাহলে এটা কি উচিত হবে যে, বান্দার ডাককে আল্লাহর ডাকের থেকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে? অথচ আল্লাহ হলেন আপনার সৃষ্টিকর্তা, রিয়িকদাতা, যার হাতে আপনার

কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত। আপনি সেই ব্যবসায়ীর দিকে ছুটে যাবেন টাকা পয়সার জন্য পরিবেশ যতই খারাপ হোক না কেন? অথচ আপনি সাড়া দিচ্ছেন না আল্লাহর ডাকে। যিনি অসংখ্য নেকী ও মর্যাদা রেখেছেন মসজিদে নামাযের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে ফজরের নামাযে।

প্রিয় ভাই! একজন মুসলমানের নামায আদায়ে শৈথিল্য তাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ে যায় এর চেয়েও বেশী মারাত্মক ও বিপজ্জনক দিকে, যদি সে নির্দিষ্ট সময় হতে দেরীতে নামায আদায় করে। আপনি দেখবেন অনেকেই সময় পার হবার পর নামায আদায় করছে। ফজর নামায পড়ছে কাজে বের হবার সময় বা ক্লাসে যাবার সময়! আসর পড়ছে সূর্য ডুবার পর! মনে হয় যেন দীনের কাজ তার মর্জিও মেজাজের ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছে। সে ভুলেই গেছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা নামাযের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে নামায আদায় করলে আল্লাহ তা কবুল করেন না। যেমন কেউ সময়ের পূর্বে আদায় করলে আল্লাহ তা কবুল করেন না। মহান আল্লাহ বলেন :

«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًاً مُّوْقُوتًا»۔ (النساء : ١٠٣)

নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর লিখা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে।’ (নিসা : ১০৩) অর্থাৎ নামায ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে।

বরং আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যারা তার পথে লড়াই করছে, শক্র'র মুকাবিলায় ব্যস্ত ও তৎপর তারা যেন যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সময় মত নামায আদায় করে নেয়। তাদেরকে নামায দেরীতে আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়নি! বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমাদের উলামাগণ কতিপয় ফত্উয়া দিয়েছেন।

হে প্রিয় ভাই! আপনি দয়া করে তা শুনুন। শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন বলেন, যখন তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করেছিল-আপনার নামায হবে না। এ নামায কোন কাজে আসবে না যদিও আপনি তা আদায় করেন। কেননা, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে একে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরীতে নিয়ে গেছেন। এ আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট আপনার তাওবা করা জরুরী। তিনি আরো বলেন যে, কতিপয় উলামা এ মত পোষণ করেন, কেউ যদি কোন রকম ওয়র ব্যতিরেকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় পার করে বিলম্বে তা আদায় করে তাহলে এ কারণেই সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন :

«فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» - (الماعون : ৫-৬)

‘সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফিল।’ (মাউন : ৪-৫) অর্থাৎ তারা সময় মত তা আদায় করে না, আরকান-আহকাম মানে না।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এ কথা জানতে যে, নামাযের পাবন্দ হলে দুনিয়া ও আখিরাতে কি কল্যাণ লাভ হবে? আসুন তাহলে আমরা সকলেই আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই শুনি যা আমাদেরকে সময়মত নামাযে আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দানে উজ্জীবিত করে তুলবে, আল্লাহ নামাযের অতীব মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাকে ইসলামের খুটি বানিয়েছেন।

নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব

এক : নামায হল দুনিয়ার ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষার কারণ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"مَنْ صَلَّى الصُّبُّحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ،
فَإِنْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ
بِشَّئِيرٍ" - (রواه مسلم)

‘যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। সুতরাং হে মানব সন্তান! তুমি লক্ষ্য কর যেন আল্লাহ তোমাকে তাঁর জিম্মা সম্পর্কে কোন কিছু যেন না চান।’
(মুসলিম)

দুই : জামায়াতে নামায গুনাহ মাফের কারণ হবে, যে গুনাহ থেকে কোন মানুষই নিরাপদ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

”مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ
بَيْوَتِ اللَّهِ لِيَقْضِيْ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ،
كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهَا تُحْكَمُ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى
تَرْفَعُ دَرَجَةً“ - (رواه مسلم)

‘যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর ঘরে ফরজ আদায় করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং অপর একটিতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।’ (মুসলিম)

তিনি : এটি আপনার ফিরিশতার দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করার কারণ হবে। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

”الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيُ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ
الَّذِيْ صَلَى فِيهِ مَا لَمْ يَحْدُثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ“ - (رواه البخاري)

‘ফিরিশতারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ তোমাদের কেউ তার নামায আদায়ের স্থানে অবস্থান করে যতক্ষণ না অযু ভঙ্গ হয়। তারা বলতে থাকে, হে প্রভু! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহম করুন।’ (বুখারী)

চার : এ হল আপনার শক্ত শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়, তাকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত করার মাধ্যম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন :

"مَأْمَنٌ ثَلَاثَةٌ فِيْ قَرِيْبٍ وَلَا بَدْوٌ لَا تُقَامُ فِيْ الصَّلَاةِ
إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ
بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ
الْقَاصِيَّةِ"- (رواه أبو داود)

'কোন গ্রামে বা প্রান্তরে যদি তিনজন লোক থাকে আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা না করে তাহলে শয়তান তাদের উপর চড়াও হয়। সুতরাং তোমরা জামায়াতবদ্ধ ভাবে থাকবে। কেননা নেকড়ে বিছিন্ন ছাগলকেই পাকড়াও করে।' (আবু দাউদ)

পাঁচ : এটি কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর প্রাপ্তির কারণ হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"بَشِّرُوا الْمَشَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"- (رواه أبو
داود والترمذি)

'তোমরা কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদের পানে যাত্রা করে।' (আবু দাউদ,
তিরমিয়ী)

ছয় : জামায়াতে নামায পড়লে অনেক বেশী নেকী পাওয়া যায় ।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَّعَشْرِينَ دَرَجَةً" - (متفق عليه)

'জামায়াতে নামায আদায করলে একাকী নামায আদায থেকে
সাতাশ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় ।' (বুখারী, মুসলিম)

সাত : এর দ্বারা মুনাফিকীর একটি বিশেষণ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে
কারণ মুনাফিকরা জাহান্নামের অতল গহবরে নিষ্কিঞ্চ হবে । নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন :

**"لَيْسَ صَلَاةً أَتْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا - أَئِ مِنْ
الْأَجْرِ لَا تَوْهُمُهُمَا وَلَا وُحْبَوْا" - (متفق عليه)**

অর্থাৎ- 'মুনাফিকদের নিকট ফজর ও এশার নামাযের মত কষ্টের
নামায আর নেই । যদি এরা এর নেকীর পরিমাণ জানত তাহলে
হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'নামাযে হাযির হত ।' (বুখারী, মুসলিম)

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা একমাত্র
মুনাফেকদেরকেই জামায়াতের সাথে নামায আদায করতে দেখতাম
না । লোকজনকে এমন ভাবে আনা হত যে অন্যের কাঁধে ভর করে
এসে জামায়াতে দাঢ়াত । (মুসলিম)

আটঃ এটিই হচ্ছে মনের শান্তি অর্জনের সঠিক পথ এবং মানসিক রোগ হতে মুক্তির পথ, যে রোগে আজ বেশীর ভাগ মানুষ ভুগছে। যেমন- দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, পারিবারিক বা ব্যবসায়িক অথবা অন্যান্য বিষয়ে ব্যর্থতা। নবী করীম সাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذْ هُوَ
نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ
لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقَدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ
أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ
صَلَّى أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ شَيْطَانًا طَيِّبَ
النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا - (متفق
عليه)

‘যখন তোমরা ঘুম যাও শয়তান তোমাদের ঘাড়ের ওপরে মাথার দিকে তিনটি গিরা দেয়। প্রতি গিরা লাগানোর সময় সে বলে এখন অনেক রাত বাকী আছে, সুতরাং তুমি ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়। যদি ওয়ু করে তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। যদি নামায আদায় করে তাহলে শেষ গিরা খুলে যায় এবং সে কর্মচাপ্তল্য ও সুন্দর মনের অধিকারী হয়। তা না হলে অলস ও খারাপ মন নিয়ে তার সকাল শুরু হয়।’ (বুখারী, মুসলিম)

নয় : এটি জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (متفق عليه)

‘যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ে নামায আদায় করল সে যেন জান্নাতে
প্রবেশ করল।’ (বুখারী, মসলিম) তিনি আরো বলেন :

**لَنْ يَلْجِ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوهَا - (رواه مسلم)**

‘যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে এবং সূর্য ডুবার পূর্বে নামায আদায়
করার সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না।’ (মুসলিম) অর্থাৎ
ফজর ও আসরের নামায আদায় করল।

প্রিয় ভাই! আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এসব হাদীস শুনার পর মনে
মনে আপনার শক্র শয়তানকে পদদলিত করার সংকল্প নিবেন এবং
এসব ঘাটতি ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবেন এবং ভবিষ্যতে যেন আর
জামায়াতের সাথে নামায আদায় পরিত্যাগ না করেন সে চেষ্টা
করবেন, তবেই আপনার এ সংকল্প ঠিক থাকবে। এবার কিছু
উপকারী শুণাবলীর বিষয় আপনার নিকট পেশ করছি।

কতিপয় আমলের আলোচনা

এক. ঈমানী আমলের কতিপয় মাধ্যম :

এ ব্যাপারে আমলের অনেক প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল-

১। সুন্নাত ও নফল বেশী বেশী আদায় করার চেষ্টা করা
 এটি একজন মানুষকে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে সহায়তা
 করে ... এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্নাতে মুয়াকাদা, বিভিন্ন নামাযের
 প্রতি যত্নবান হওয়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা, চাশত নামায
 আদায় করা, দান-খয়রাত করা, নফল রোয়া পালন ইত্যাদি।

২। সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা

আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের আশায় এবং তার নিকট অপরাধের ক্ষমা
 চাওয়ার জন্য সর্বদা ক্ষমা চাইতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর গুনাহ না
 হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمْ فَرْجًا
 ، وَمَنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا ، وَرَزَقَهُ مَنْ حَيْثُ لَا
 يَحْتَسِبُ" - (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি সবসময় ইসতেগফার পড়বে (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করবে)
 আল্লাহ তাকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন এবং সব
 সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে এমন সব উৎস থেকে
 রিজিক দান করবেন সে কোন দিন যে উৎসের কথা কল্পনা ও
 করেনি।' (আবু দাউদ)

৩। বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করুন

এতে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা, নফসের পরিশুন্দি এবং আল্লাহর নৈকট্য

লাভ হয়। এর দ্বারা শয়তানকে বিতাড়ন এবং কল্যাণ অনুগত্যের কাজে সহায়তা হয়। এটি কয়েক প্রকার। গুরুত্বপূর্ণ হল সকাল সন্ধ্যার দু'আ, বিপদাপদের দু'আ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পঠিতব্য দু'আ এবং সাধারণ দু'আ।

৪। সৎ পরিবেশে জীবন যাপন করা

সঠিক পথে থাকার জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে ব্যক্তি ভাল চায় এবং মন্দ থেকে দূরে থাকতে চায় তাহলে তাকে সেই খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে যারা নামায আদায় করে না বা নামাযের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে, অথবা গুনাহ ও খারাপ কাজে লিপ্ত। ভাল সঙ্গী খুজবে যারা কল্যাণকর কাজে সহায়তা করবে। যে এটা করতে সক্ষম হবে না, সে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য পালনে দুর্বল হবে।

৫। দু'আর হাতিয়ারকে গুরুত্ব দেয়া:

প্রতেক মুসলমানের উচিঃ সে তার রব আল্লাহর নিকট বিনীত ভাবে কায়মন বাক্যে নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে। তাহলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সব কল্যাণকর কাজে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। একজন মুসলমানের উচিঃ বেশী বেশী আল্লাহর নিকট দু'আ করা বিশেষ ভাবে সেসব সময় যখন দু'আ করুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেন তাকে তিনি তার শ্রেণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তম ইবাদত করতে সাহায্য করেন এবং সব ধরনের গুনাহ হতে বাঁচান। এর দ্বারা সে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে।

দুই. অন্যান্য নির্দিষ্ট মাধ্যম :

- ১। ঘুমাবার পূর্ব মুহর্তে বিতরের নামায আদায় করা।
- ২। দ্রুত পাক-সাফ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া।
- ৩। ঘুমাবার আগে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা।
- ৪। পরিবারের লোকদের বা কোন বন্ধুবাঙ্কবকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলে রাখা।
- ৫। ঘুমের দু'আ পড়া।
- ৬। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে যথা সম্ভব শরীরের উপর হাত বুলান।

পরিশেষে- আল্লাহর নিকট কামনা করি যেন আল্লাহ আপনাকে এ সব কথার দ্বারা উপকৃত করান, এর মাধ্যমে যেন আপনি সঠিক চিন্তাধারায় ফিরে আসেন এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। সে পথে চলতে পারেন যে পথে রয়েছে আপনার কল্যাণ। সব খারাপ ও অন্যায়ের পথ পরিহার করতে পারেন, হারাম ত্যাগ করতে সক্ষম হন। আমার ধারনা আপনি তা করতে পারবেন। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আপনাকে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার এবং সব ধরনের ভাল ও নেকীর কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন॥

আমাদের সময়কে কিভাবে কাজে লাগাব ?

কেউ যদি লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং লক্ষ্য করে যে, তারা কিভাবে জীবন যাপন করছে, কিভাবে সময় ব্যয় করছে। তাহলে সে দেখতে পাবে যে, এদের অধিকাংশই নিজদের সময় বিনষ্ট করছে। এরা সময়কে ভাল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য এদেরকে দেখবেন যে, এরা নিজদের সময় ও জীবনকে এমন কাজে ব্যয় করছে যাতে কোন ফায়দাই নেই।

অনেকেই এদের জীবনযাপন দেখে আশ্রয়বোধ করে। এরা কীভাবে সময় নষ্ট করে? জীবন থেকে ফায়দা লাভে বাধ্যত হচ্ছে। দেখা যায় এরা অনেকেই ফালতু ও বেহুদা কাজে বৃথাই সময় ও জীবন বিনষ্ট করছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছে, মূলত জীবন থেকে তা হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে কবরের পানে ধাবিত করছে।

আমরা তাদের জীবনাচার দেখে খুশী হচ্ছি

প্রতিটি মুহূর্তই জীবন থেকে ঝরে পড়ছে।

সময়ই জীবন। মানুষের প্রকৃত জীবনকাল হল সময়। সময়কে সংরক্ষণ করাই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। একে নষ্ট করাই হচ্ছে সকল অকল্যাণের উৎস। এজন্য একজন মুসলমানের জীবনে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত এবং একথা যথাযথভাবে চিন্তা করে সময়ের ব্যাপারে এমন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন যাতে সময়কে ভাল কাজে লাগাতে পারে।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে দীর্ঘজীবি করেন, আমাদের আমলকে উত্তম করেন এবং সময় হতে সর্বতোম ফায়দা নেয়ার সুযোগ ঘটান।

সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব :

মানুষ যখন কোন কিছুর মূল্য ও এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে তখন সে চেষ্টা করবে যেন তা কোনভাবেই নষ্ট না হয়। আর এটি স্বত্ত্বিদ্ব কথা। সুতরাং কোন মুসলমান যখন তার সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে তখন সে এ থেকে সর্বাত্মক ফায়দা নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবে, যেন সে এর দ্বারা তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে পারে। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) একথাটি বিশ্লেষণ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে সময়ই হল মানুষের জীবন। এ সময়ই তার চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এই সময়ই আবার মানুষকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষেপের কারণ হতে পারে। সময় মানুষের জীবনে মেঘমালার মত উড়ে যায়। সুতরাং যার সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে সেটিই তার প্রকৃত জীবন। আর যদি অন্য পথে ব্যয় হয় তাহলে সময় তার জীবন থেকে বৃথা বরে পড়ল। কেউ যদি তার সময়কে শৈথিল্য, ভাস্ত আশা-আকাঞ্চা, ঘুম ইত্যাদিতে নষ্ট করল তার বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

ইবনে জাওয়ি (রহঃ) বলেন, মানুষের উচিত সে যেন তার যুগের মর্যাদা এবং সময়ের গুরুত্ব বোঝে। সে যেন একটি মুহূর্তকেও

আল্লাহর নেকট্য লাভকারী আমল ব্যতীত অন্য কাজে ব্যয় না করে। সে যেন ভাল ভাল কথা এবং কাজ সঠিক সময়ে সম্পাদন করে। তার নিয়ত যেন সর্বদা ভাল কাজের জন্য তৈরী থাকে।

কুরআন ও হাদীসে সময়ের বিভিন্ন দিককে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে সময়ের বিভিন্ন অংশের সাথে শপথ করেছেন। যেমনঃ রাতের, দিনের, ফজরের, প্রথম প্রহরের এবং যুগের। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشىٰ - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ»- (الليل : ১-১)

“রাত্রির শপথ, যখন তা ঢেকে নেয় এবং দিনের শপথ, যখন তা প্রকাশ পায়।” (লাইল : ১-২)

«وَالفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ»- (الفجر : ১-১)

“ফজরের শপথ এবং দশ রাত্রির শপথ।” (ফজর : ১-২)

«وَالضُّحَىٰ - وَاللَّيلِ إِذَا سَجَىٰ»- (الضحى : ১-১)

“শপথ, মধ্য দিনের, শপথ, রাত্রির যখন তা গভীর হয়।” (যোহা : ১-২)

«وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»- (العصر : ১-১)

“যুগের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত।” (আসর : ১-২)

আর এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর নামে শপথ করলে সে জিনিসটির গুরুত্ব ও মর্যাদাই প্রমাণিত হয়। তাই আল্লাহ সময়ের শপথ করাতে এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শরীফে সময়ের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেক হাদীসেই একথা উল্লেখ রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সময় সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। হ্যারত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন :

لَا تَرُوْلُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسَأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ" - (رواه

الترمذى وحسنه الألبانى)

“কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পা উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। সে জীবনকে কিভাবে অতিবাহিত করেছে, যৌবনকালকে কোন পথে ব্যয় করেছে। ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে এবং জ্ঞান পেয়ে কিভাবে আমল করেছে।” (তিরমিয়ী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অবিহিত করেছেন) নবী করীম (সঃ) সময় সম্পর্কে বলেছেন

যে, এটি খুবই মূল্যবান এক নিয়ামত । এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা দরকার । এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তা কেড়ে নেয়া হতে পারে । আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো, একে আনুগত্যের পথে ব্যয় করা এবং অনন্ত পরকালের পথে একে বিনিয়োগ করা । নবী করীম (সঃ) বলেন :

**"نَعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ :
الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ" - (রواه البخاري)**

“দু’টি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেককেই হিংসা করা হয়ে থাকে, সুস্থতা ও অবসর ।” (বুখারী)

সময়ের ব্যাপারে একজন মুসলমানের কর্তব্য

সময়ের এত গুরুত্ব যে একেই জীবন বলে অবহিত করা হয়েছে । এজন্য একজন মুসলমানের উপর অপরিহার্য হলো এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ থেকে পূর্ণ ফায়দা নেয়া ।

১. সময় থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা : মানুষ যেমন ধনসম্পদের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে তেমনি একে হেফাজত করার জন্যও সদা তৎপর থাকে । সে জানে যে, সম্পদ আসে আবার চলে যায় । সুতরাং অবশ্যই তাকে সর্বাঞ্চক চেষ্টা চালাতে হবে সময় থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য, যাতে তার ইহকাল ও পরকালে উপকারে আসে । কেননা সময় চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না । আমাদের সালফে সালেহীনগণ সময়কে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই তৎপর, তাদের কোন একটি সময়ও

ଯେନ ଡୋନାର୍ଜନ, ସଂକାଜ ବା ନିଜେର ନଫସେର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି କିମ୍ବା ଅପରେର କଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ କାଜ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଜେ ବ୍ୟାଯ ନା ହୁଏ । ହାସାନ (ରହଃ) ବଲେନ; ଆମି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ ପେଯେଛି ଯାରା ତୋମାଦେର ଟାକା ପଯସାର ବ୍ୟାପାରେ ସଚେଷ୍ଟ ଥାକାର ଚେଯେ ବହୁଣ ବେଶୀ ସଚେଷ୍ଟ ଛିଲେନ ନିଜେଦେର ସମୟକେ ଭାଲକାଜେ ବ୍ୟାଯ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ।

୨. ସମୟକେ ନିୟନ୍ତ୍ରନ ଓ ସୁଶୃଂଖଲିତ କରା : ଏକଜନ ମୁସଲମାନକେ ଅବଶ୍ୟାଇ ତାର ସମୟକେ ନିୟନ୍ତ୍ରନ କରତେ ହବେ । ଏକେ ଦୁନିଆର ଓ ଆଖେରାତେର କାଜେ ସୁଶୃଂଖଲିତ କରତେ ହବେ, ଯେନ ଏକ କାଜ କରତେ ଗିଯେ ଅନ୍ୟଟା ବାଧାଘନ୍ତ ନା ହୁୟେ ପଡ଼େ । ଏକଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିତେ ଗିଯେ ଅନ୍ୟଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ନା କରେ ଦେଯ ।

ଏକଜନ ନେକାର ବାନ୍ଦା ବଲେନ : ବାନ୍ଦାର ସମୟ ଚାରଟି, ପାଁଚଟି ନୟ : ନିୟାମତେର, ବିପଦାପଦେର, ଆନୁଗତ୍ୟେର ଏବଂ ଗୁନାହେର । ଆପନାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଇବାଦତେର କାଜେ ଲାଗାତେ ସଚେଷ୍ଟ ହତେ ହବେ । କାରୋ ସମୟ ଯଦି ଆନୁଗତ୍ୟେର ସମୟ ହୁୟ, ତାହଲେ ଏଟା ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ବାନ୍ଦାର ପ୍ରତି ଅନୁଦାନ, କାରଣ ତିନି ତାକେ ସଂପଥ ଦେଖିଯେଛେନ । ଯାର ସମୟ ଯାଛେ ନିୟାମତେର ମାଝେ, ତାକେ ଆଲ୍ଲାହର ଶୁକରିୟା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ । ଯାର ସମୟ ଯାବେ ଗୁନାହେର ମାଝେ ତାକେ ତାଓବା କରତେ ହବେ ଏବଂ ଯାର ସମୟ ଯାଛେ ବିପଦାପଦେର ମାଝେ, ତାକେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆଲ୍ଲାହର ଫୟସାଲାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥେକେ ସବର ଏଖତିଯାର କରତେ ହବେ ।

৩. অবসর সময়কে কাজে লাগান : অবসর একটি নিয়ামত অথচ এ ব্যাপারে অনেকেই বেখবর। অনেককে দেখা যায় যে, এরা এর শুকরিয়া আদায় করছে না এবং এর মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করছে না। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সঃ) সময় সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য উদ্ধৃত করে বলেন :

اَغْتَنْمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ... وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ - (رواه الحاكم وصححه الألباني)

“তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে ধ্রহণ করো।তোমাদের অবসর সময়কে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বে। (হাকেম, আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।)

একজন নেককার বান্দা বলেন : কাজ থেকে অবসর থাকা একটি বিরাট নিয়ামত। কোন বান্দা যদি এই নিয়ামতের কুফরী করে নিজের কামনা-বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং কুপ্রবৃত্তির পিছনে ধাবিত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তঃকরণে নিয়ামতকে বিষিয়ে তুলবেন এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা বিলোপ করবেন।

একজন জ্ঞানবান ব্যক্তির উচিত সে যেন তার অবসর সময়কে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে, নতুবা এই অবসর নামক নিয়ামতটি তার জন্য আয়াবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে : পুরুষের জন্য অবসর হল শৈথিল্যতা আনয়নকারী আর মহিলাদের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী।

সময়কে কাজে লাগানোর সহায়ক বিষয় :

১. আত্মসমালোচনা করা : সময় আনুগত্যের কাজে লাগাবার এটি একটি উত্তম মাধ্যম। এটি সৎ ও খোদাভীরুৎ লোকদের পথ। প্রিয় মুসলিম ভাই! এজন্যই আপনার নিজের হিসেব করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, আজকে আপনি কি কাজ করেছেন? সময় কিভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কোন কাজে ব্যয় করেছেন? আজ কি আপনার নেকীর খাতায় কিছু যোগ হয়েছে নাকি গুনার খাতা ভারী হয়েছে?

২. আত্মাকে উচ্চতর সংকল্পের জন্য প্রস্তুত করা : যে ব্যক্তি নিজেকে উচ্চতর কাজকর্মের জন্য তৈরি করবে সে অবশ্যই সময়কে কাজে লাগাতে পারবে। কেননা সংকল্পকারীর সংকল্প মোতাবেকই কাজকর্ম সম্পাদিত হয়।

কবি বলেন : মানুষের আশা যদি উচ্চতর না হয়

তাহলে মূলহীন বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

৩. যারা সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল তাদের সঙ্গ গ্রহণ করা : কেননা এদের সাথে চলাফেরা, উঠাবসা করলে এরা সময়কে কাজে লাগাতে সহায়তা করতে পারেন এবং জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করা সহজ হবে।

কবি বলেন,

যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে থাকো তাহলে

তাদের ভাল লোকদের সঙ্গ নাও।

নীচু লোকদের সঙ্গ নিওনা,
 নতুবা নীচেই পড়ে থাকবে ।
 কোন লোক সম্পর্কে জিঞ্জেস না করে তার
 সঙ্গীদের ব্যাপারে জিঞ্জেস কর ।
 কেননা কোন ব্যক্তিকে সঙ্গীকে সাথী ঘৰাই
 মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ।

৪. সালফে সালেহীনদের অবস্থা জানা এবং তাদের জীবন চরিত
 থেকে সময়ের ব্যাপারে তাদের অবস্থা অবগত হওয়াঃ কেননা
 সময়কে কাজে লাগনোর ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপ সমূহ
 আমাদেরকে ভাল কাজে উদ্বৃদ্ধ করবে । তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের
 সর্বোত্তম অনুকরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ।

৫. সময়কে কাজে লাগাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ।
 কেননা কোন লোক যদি একই ধরনের কাজ করতে থাকে তাহলে
 তার মন বিরক্ত হয়ে পড়ে । মনে অনিহার সৃষ্টি হয় । এজন্যই বিভিন্ন
 পদক্ষেপ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে
 লাগাতে হবে, যেন কাজে নতুনত্ব আসে ।

৬. একথা ভালভাবে অনুধাবন করা যে, সময় চলে গেলে তা আর
 ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়ঃ প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জীবন
 থেকে ঝরে যাচ্ছে, একে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় । হ্যরত
 হাসান (রহঃ) এ অর্থেই বলেন : প্রতিদিন আদম সত্তানকে ডেকে

ডেকে বলা হয়ে থাকে, হে আদম সন্তান! আমি আজ তোমার জীবনে নতুন একটি দিন এবং তোমার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য। আমি চলে গেলে আর ফিরে আসবো না। সুতরাং যা আজ করবে তা অবশ্যই তুমি পরকালে পাবে। আর যে কাজটি করতে বিলম্ব করবে, সেদিন কক্ষণে তোমার জীবনে ফিরে আসবে না।

৭. মৃত্যুর কথা স্মরণ করাঃ মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা যখন মানুষ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের পথে পা বাড়ায় আর কামনা করে, যদি আরেকটু সময় দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই সে ভাল কাজ করে নিত, জীবনের ভুলের মাশুল আদায় করত। কিন্তু হায়! কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন হিসেব দেয়ার সময় এসে গেছে। এসময়ের কথা স্মরণ করলে মানুষ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজ করতে যত্নবান ও আগ্রহী হবে।

৮. সময় বিনষ্টকারীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকাঃ অলস ও সময় অপচয়কারীদের সাথে থাকলে প্রকৃত পক্ষে জীবনী শক্তিকেই ধ্বংস করা হয়। মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তার সঙ্গীদের দ্বারা। হ্যারত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : তোমরা কোন লোককে তার সঙ্গী সাথীর দ্বারা মূল্যায়ন কর। মানুষতো তাকেই সাথী বানায়, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

৯. একথা স্মরণ করা যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে সময় সম্পর্কে জিজেস করা হবে : যখন মানুষ মহান পরাক্রমশালী রবের সামনে দাঁড়াবে সেই ভয়ংকর দিনে তাকে প্রশ্ন করা হবে তার জীবনও সময়

সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করে ছিল? কি কাজে ব্যয় করেছিল? রাসূল (সা:) বলেন : “কোন বান্দা তার পা উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। জীবন কিভাবে শেষ করেছে? যৌবনকে কোন পথে ব্যয় করেছে? (তিরমিয়ী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।)

সময়ের ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের অবস্থান :

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি মাত্র কয়েক দিনের জন্য এসেছো। যদি একদিন পার হয়ে যায় তাহলে তোমার জীবনের কিছু অংশ চলে গেল। তিনি আরো বলেন : হে আদম সন্তান! দিন তোমার নিকট মেহমান স্বরূপ, সুতরাং তাতে ভাল কাজ করো। যদি তুমি ভালকাজ করো তাহলে চলে যাবার সময় তোমার প্রশংসা করবে আর যদি খারাপ কাজ কর তাহলে তোমাকে ভৎসনা করবে। রাতও একই রকম। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া হল তিন দিনের। গতকাল- সে তে চলেই গেছে, আগমীকাল- তা তুমি নাও পেতে পার এবং আজ- এটি তোমারই জন্য, সুতরাং একে আমল করে ভরে তোল। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : যে দিন চলে যায় তার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি আফসোস করি। এতে আমার আয়ুকাল কমে গেল কিন্তু এতে আমল বৃদ্ধি পায়নি।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম বলেন : সময় অপচয় করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। সময়ের অপচয় তোমাকে আল্লাহ ও পরকাল থেকে দূরে

সরিয়ে দিছে। আর মৃত্যু তোমাকে কেবল মাত্র দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়।

সিরী ইবনে মুফলেহ বলেন :

তোমার সম্পদ কমে গেলে তুমি চিন্তা কর, তোমার আয়ুক্ষাল কমে যাচ্ছে, সুতরাং তুমি কান্নাকাটি কর।

কিভাবে সময়কে বিনিয়োগ করবো

সময়কে কাজে লাগাবার ক্ষেত্র অনেক। একজন মুসলমানকে সেটিই গ্রহণ করা উচিত যা তার জন্য মানান সই হয় তন্মধ্যে উত্তম ও উল্লেখযোগ্য হলো :

১. কুরআন মজীদ মুখ্যত্ব করা এবং তার শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত থাকা।
নবী-করীম (সঃ) কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন :

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ" - (رواه البخارى)

“তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী)

২. ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা : আমাদের সালফে সালেহীনগণ ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। তারা মনে করতেন যে, তাদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন খানাপিনার চেয়েও বেশী।
জ্ঞানার্জনের অনেক পথ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো :
আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া, উপকারী ক্যাসেট শোনা, ভাল বই
পড়া ও তা ক্রয় করা।

୩. ସର୍ବଦା ଆଲ୍ଲାହର ସ୍ମରଣ କରେ ଦୁ'ଆ ପାଠ କରା । ଏତେ ତେମନ କୋନ କଷ୍ଟ କରାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ ନା । ନବୀ କରୀମ (ସଃ) ତା'ର ସାହାବୀଦେର ଉତ୍ସୁଦ୍ଧ କରେ ବଲେନ : “ତୋମାର ଜିହ୍ଵା ଯେନ ଆଲ୍ଲାହର ସ୍ମରଣେ ସର୍ବଦା ସିଙ୍ଗ ଥାକେ ।” (ଆହମାଦ, ଆଲବାନୀ ହାଦୀସଟିକେ ସହିହ ବଲେ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ ।) ବାନ୍ଦା ତାର ପ୍ରଭୁର କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରବେ । ଯଦି କଥା ବଲେ ତବୁଓ ସ୍ମରଣ କରବେ, ଯଦି କୋଥାଯ ଯାଯ ତବୁଓ ତା'କେ ସ୍ମରଣ କରବେ, କୋନ କାଜ କରାର ପ୍ରାରଂଭେ ଓ ସମାପ୍ତିତେ ଓ ତା'କେ ସ୍ମରଣ କରବେ ।

୪. ବେଶୀ ବେଶୀ ନଫଲ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରା : ସମୟକେ କାଜେ ଲାଗାବାର ଏଟି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ । ନଫଲ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଦାୟ କରଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଫରଜେର କୋନ ଘାଟିତି ଥାକେ ତା ପୂରଣ କରା ହବେ । ଏହାଡ଼ାଓ ଏର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଦା ଆଲ୍ଲାହର ନୈକଟ୍ୟ ଓ ଭାଲବାସା ଲାଭେ ଧନ୍ୟ ହବେ । ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ହାଦୀସେ କୁଦ୍ସୀତେ ବଲେନ :

وَلَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ
أَحِبُّهُ - (رواه البخاري)

“ବାନ୍ଦା ନଫଲ ଇବାଦତେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରତେ ଥାକେ, ଯାର ଫଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକେ ଆମି ଭାଲବାସି ।” (ବୁଖାରୀ)

୫. ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଦାଓୟାତ ଦେଯା, ସଂକାଜେର ଆଦେଶ, ଖାରାପ କାଜେ ନିଷେଧ କରା ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେରକେ ଦୀନେର ଜନ୍ୟ ସଂ ଉପଦେଶ ଦେଯା ସମୟକେ କାଜେ ଲାଗାବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ । ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଦାଓୟାତ

হলো নবী-রাসূলদের সুন্নাত। মহান আল্লাহর বলেন :

«قُلْ هَذِهِ سَبَبِيْلٌ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ أَتَّبَعَنِي»۔ (যোস্ফ : ১০৮)

“বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর পথে বুঝে সুন্নে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরাও। (ইউসুফ : ১০৮)

সুতরাং প্রিয় ভাই! আপনি আপনার সময়কে দাওয়াতের কাজে লাগাবার চেষ্টা করুন, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করুন, আলোচনা রাখুন, বইপত্র, ক্যাসেট বিতরণ করুন, বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদেরকে দ্বীন ইসলামের পথে আহ্বান করুন।

৬. আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা : এটি জান্নাতে প্রবেশ, রহমত লাভ ও আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক এক কর্ম এবং এর দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়। নবী-করীম (সঃ) বলেন : “যে ব্যক্তি চায় তার রিযিক বৃদ্ধি করা হোক এবং তার চলার পথ সহজ করা হোক তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রগাঢ় করে।” (বুখারী)

৭. দিনের সর্বোত্তম সময়গুলোকে কাজে লাগান : যেমন নামাযের পর, আযান ও ইকামতের মাঝের সময়, রাতের শেষ প্রহর, আযান শুনার সময়, ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদয় হবার সময় পর্যন্ত, এ সময়গুলোতে আমল করলে অবশ্যই বেশী বেশী নেকী লাভের সৌভাগ্য ঘটবে এবং সময়কে সর্বোত্তম কাজে ব্যব করা হবে।

৮। জন কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করাঃ এ কাজে সময় লাগানো যেমন কোথাও বিদ্যুৎ পৌছানোর জন্য চেষ্টা করা বা কাউকে ব্যবসায়িক সহায়তার চেষ্টা করা বা জনগণ যাতে উপকৃত হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকা যেমন কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি, যার দ্বারা সে নিজে এবং তার অপরাপর মুসলমান ভাই উপকৃত হন।

সুপ্রিয় ভাই! আমরা এখানে সময়কে বিনিয়োগ করার ক্ষতিপয় খাতের উল্লেখ করে ছিলাম মাত্র। কেননা কল্যাণ ও উপকারের খাতের কোন শেষ নেই। আপনি একটু উদ্যোগ নিলেই সময়কে সঠিক পথে ভাল খাতে লাগাতে পারেন, নিজেও উপকৃত হবেন অন্যরাও ফায়দা পাবে।

সময় বিধ্বংসী রোগ

বেশ কিছু রোগ রয়েছে যা একজন মুসলমানের সময়কে ধ্বংস করে দিয়ে জীবনকে বরবাদ করে দিচ্ছে। এসব রোগের মাঝে অন্যতম হচ্ছে :

১. শৈথিল্য : এ এক মারাত্মক বিপজ্জনক রোগ যা অনেক মুসলমানের সময়কে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা শৈথিল্য ও গাফলতী সম্পর্কে চরমভাবে সর্তক করেছেন পবিত্র কালামে পাকে। যারা শৈথিল্য করবে গাফলতি করবে, তাদেরকে জাহানামের লাকড়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ»

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا طُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ (الاعراف : ۱۷۹)

“আমরা সৃষ্টি করেছি জাহানামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না, তারা চতুর্স্পদ জন্মুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল শৈথিল্য পরায়ন। (আ’রাফ : ۱۷۹)

২. ধীরে চলার কৌশল গ্রহণ : এর ফলে অনেক লোকের সময় নষ্ট হয় জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। অনেকের নিকট ‘পরে দেখা যাবে’ শব্দটি মজ্জাগত হয়ে গেছে। কোন কাজ এলেই বলে পরে করবো, পরে দেখা যাবে, এখন থাক ইত্যাদি। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ‘সাবধান আপনি পরে করবো একথা কক্ষণও বলবেন না। কেননা আপনি আজকে আছেন, কালকে নাও থাকতে পারেন।’ এজন্যই ভাই কোন কাজকেই পরে করবো বলবেন না, কেননা আপনি যে, আগামী কাল পর্যন্ত বাঁচবেন এ রকমের কোন নিশ্চয়তা নেই। যদিও বাঁচেন তবুও বলা যায় না কোন বিপদাপদ, বালা মুসিবত, জরুরী কাজকর্ম এসে পড়ে কিন, যাতে আপনি দম ফেলারও ফুরসত পাবেন না।

ତାକୁওୟା ଅବଲସନ କରଣ, କେନନା ଆପନିତୋ ଜାନେନ ନା ରାତ୍ରି ଏସେ ଗେଲେ ଏରପର କି ଆପନି ଫଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁଚବେନଃ କତ ସୁନ୍ଧ ମାନୁଷ ଏମନିତେଇ ମାରା ଗେଲ ଆର କତ ଅସୁନ୍ଧ ମାନୁଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରେ ବେଁଚେ ଆଛେ । କତ ଖାରାପ ଲୋକ ବହୁଦିନ ହାୟାତ ପେଯେଛେ ଆର କତ ଭାଲ ଯୁବକ ପଥ ଚଲଛେ ଅଥଚ ଜାନେନା ତାର କାଫନେର କାପଡ଼ ତୈରୀ ହେଁ ରଯେଛେ ।

ହେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ! ସମୟକେ ନେକୀର କାଜେ ବ୍ୟୟ କରଣ, ଭାଲ କାଜେ ଲାଗାନ । ଆଜ କାଲ କରେ ସମୟକେ ଅପଚୟ କରବେନ ନା । ସମୟେର ତରବାରୀ ସବାଇକେ କେଟେ ଯାବେ । ତାଇ ସେ କାଟାର ପୂର୍ବେଇ ନିଜେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେରେ ଫେଲୁନ । ଆମରା ଯେନ ସମୟେର ଶିକାରେ ପରିଣତ ନା ହେଁ ।

ଆମାଦେର ନବୀ ମୁହାମ୍ମଦ (ସଃ) ଓ ତାର ବଂଶଧର ଓ ସାହାବାଦେର ପ୍ରତି ରହମତ ବର୍ଷିତ ହୋକ ।

رسائل توجيهية

محتويات الكتاب

صفحة	عنوان	م
٥	حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا	١
٢٣	أمراض القلوب	٢
٤٢	كيف أتوب ؟	٣
٦٤	رسالة في الحث على أداء الصلاة	٤
٨٢	كيف نشتهر أو قاتنا ؟	٥

رسائل توجيهية

باللغة البنغالية

إعداد
اللجنة العلمية بالدار

ترجمة
محمد شمعون علي

مراجعة
زين العابدين عبد الله
شيخ محسن علي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْعَذُكَ مِنَ الشَّرِّ
الَّذِي لَا يُعَافَ إِنْتَ أَعْلَمُ
أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا أَنْهَا كُلُّ نَفْسٍ
وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُ
أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُ

Designed By: BANAN012673455

رسائل توجيهية

إعداد :
القسم العلمي في الدار

ترجمة :
محمد شمعون على